জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নয়া বিচারপতি

কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি হলেন সৌমেন সেন। গত শুক্রবারই অবসর গ্রহণ করেছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম

চলবে বৃষ্টি

জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তিকর পরিবেশ। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের প্রায় সব জেলাতেই

শরৎ-জন্মভিটে সংস্কারে বরাদ্দ ১.৮২ কোটি টাকা

জল জীবন মিশনেও বাংলাকে বঞ্চনা, আন্দোলন দিল্লির পথে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১৪ ● ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ৩০ ভাদ্র ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 114 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 16 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলার উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ

উদ্বোধনের অপেক্ষায় অনন্য। —সুদীপ্ত সাহা

পিজির ‘অনন্য’র উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : এসএসকেএম হাসপাতাল পাচ্ছে দ্বিতীয় উডবার্ন ওয়ার্ড। আজ, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন উডবার্ন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করবেন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ১০২টি কেবিন ও ৮টি স্যুইট নিয়ে তৈরি এই অত্যাধুনিক ভবনের নামকরণ করেছেন ‘অনন্য’। নির্মাণে খরচ হয়েছে প্রায় ৬৬.৬৩ কোটি টাকা। এখানে থাকছে সিসিইউ এবং আধুনিক অপারেশন ফেসিলিটি।

পিজি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের সাফল্যকে পাথেয় করেই এই নতুন ভবনের পরিকল্পনা। অতীতে উডবার্ন ওয়ার্ড মূলত ভিআইপি রোগীদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী (এরপর ১০ পাতায়)

নিকটাত্মীয়ের শংসাপত্রেই এসসি-এসটি সার্টিফিকেট

তফসিলি জাতি-উপজাতি প্রতিনিধিদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার।

প্রতিবেদন : তফসিলি জাতির শংসাপত্র নিয়ে জটিলতা মেটাতে নয়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এবার একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের শংসাপত্রেই মিলবে তফসিলি সার্টিফিকেট। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য তফসিলি উপদেষ্টা পর্ষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

তফসিলি জাতির শংসাপত্র পেতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়েন সাধারণ মানুষ। মূলত বাবা-মায়ের শংসাপত্র না থাকায় আবেদনকারীরা বিপাকে পড়েন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, সেক্ষেত্রে দু’জন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের শংসাপত্রের কপি জমা দিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় আত্মীয়রা সহযোগিতা করেন না। তাই এদিনের বৈঠকে সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর আবেদন জানান, একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের শংসাপত্র দিলেই যাতে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়, সেই ব্যবস্থা করা হোক। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

থাকবো না

কানে শুনছি না, চোখে দেখছি না
অদ্ভুত নীরব নিঃশ্বাস!
ঔদ্ধত্বের সারমর্ম, অহঙ্কারের সারাংশ
কৈকেয়ী-মন্থরার উপবাস।।

বিসর্জনের বাদ্যডঙ্কা বিদায় শঙ্কা
ঢাক-ঢোল-করতাল
চিরস্থায়ী শরসজ্জার বিছানা নয়
জঙ্গলের নাম বৈতাল।।

মায়াবি কান্নার ভরা প্লাবন
ক্ষণিকের অতিথি শ্রাবণ
অশ্রুসাগরের অভিনব মন
বাঁচার বাচন কথন।।

নির্বাক-নির্বোধ-নিদর্শন
বিস্বাদ-বিরল-বিবর্তন
অতি মহামানব বলে দেখবো না
শুনবো না আমি থাকবো না।।

নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম হুঁশিয়ারি

প্রতিবেদন : বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনে যদি কোনও বেআইনি পদ্ধতি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বাতিল করে দেওয়া হবে সমগ্র এসআইআর প্রক্রিয়া। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট কড়া ভাষায় সতর্ক করল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে।

সোমবার মামলাটির শুনানি হচ্ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। বিচারপতি বলেন, যদি দেখা যায় এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে কোনও বেআইনি পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে তাহলে সবটাই বাতিল হবে। আগামী ৭ অক্টোবর বিহারের এসআইআর মামলার চূড়ান্ত শুনানি। (এরপর ১০ পাতায়)

ওয়াকফ : কোর্টে ধাক্কা কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : আরও একবার সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল মোদি সরকার। আবারও জয় হল তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের সদস্য রাজনৈতিক দলগুলির। মোদি সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়েছিল ৭২টি মামলা। সোমবার শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, কোনও সম্পত্তি জরিপ করে তা ওয়াকফের কি না, তা বলার অধিকার আপাতত থাকবে না জেলাশাসকের। অর্থাৎ রাশ টানা হল জেলাশাসকের ক্ষমতায়। এখানেই শেষ নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি দান করতে হলে ৫ বছর ইসলাম ধর্ম (এরপর ১০ পাতায়)

বীরভূম সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি।

যাদবপুর : পুলিশে আস্থা, খুনের মামলা

প্রতিবেদন : পুলিশি তদন্তে আস্থা রাখলেন যাদবপুরে মৃত পড়য়া অনামিকা মণ্ডলের বাবা-মা। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতেই খুনের মামলা রুজু করল যাদবপুর থানা। সোমবার সকালে লালবাজারে যান অনামিকার বাবা-মা। সেখানে তদন্তকারী ও হোমিসাইড বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পর যাদবপুর থানায় এসে খুনের মামলা রুজু করেন। রবিবারই অর্ণব মণ্ডল জানিয়েছিলেন, সম্ভবত প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় মেয়েকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ও সাঁতার জানত না। শৌচালয়ে যেতে গিয়ে ঝিলে পড়ে যাওয়ার ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়। (এরপর ১০ পাতায়)

জোড়া বৈঠকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক

প্রতিবেদন : সোমবার ফের জোড়া বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রথমে পুরুলিয়া ও দ্বিতীয় দফায় বীরভূমের কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দুটি বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়, বাকি সবকিছু পিছনে সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামতে হবে। বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়া চলবে না। বীরভূম জেলায় ১১টি বিধানসভাতেই যাতে তৃণমূলের বিধায়ক থাকে, সে-বিষয়ে এখন থেকেই জোর দিতে হবে। এদিনের বৈঠকে ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। পুরুলিয়ায় দলের ফলাফল বিশ্লেষণ করে জেলা নেতৃত্বকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, অঙ্কের হিসাবে দল পিছিয়ে রয়েছে পুরুলিয়ায়। কিন্তু মানুষ পরিষ্কারভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। তবে ভোটের বাক্সে এর প্রতিফলন নেই কেন! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের সর্বত্র উন্নয়ন করেছে। যেখানে দল জেতেনি সেখানেও করেছে। (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
16 September, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩১ এদিন রাতে হিজলি বন্দিনিবাসে

'পাগলা ঘণ্টা' বাজিয়ে নির্বিচারে গুলি চালায় ইংরেজ পুলিশ। ইংরেজদের গুলিতে প্রাণ হারান দুই বিপ্লবী। একজন সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠী সন্তোষ মিত্র। অন্যজন, মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের মৃতদেহ সংগ্রহ করতে এখানে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিশিষ্ট নেতারা এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। 'হিজলি গুলিচালনার ঘটনা' নামে পরিচিত এই ঘটনাটিই ভারতের কোনও জেল বা ডিটেনশন ক্যাম্পে গুলিচালনার একমাত্র ঘটনা। এখন যেখানে খড়্গপুর আইআইটি'র পুরনো ভবন, পরাধীন ভারতে সেখানেই ছিল হিজলি বন্দিনিবাস।

১৯১৬ এম এস শুভলক্ষ্মী (১৯১৬-২০০৪) এদিন মাদুরাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই কর্নাটকি সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু তাঁর মায়ের কাছে। তাঁর প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় দশ বছর বয়সে। প্রথম সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে ১৯৯৮-এ ভারতরত্ন খেতাব পেয়েছেন। প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি বহু ভারতীয় ভাষায় ভক্তিগীতি গেয়েছেন। তাঁর ভজনের মধ্যে 'ভজ গোবিন্দম', 'বিষ্ণু সহস্রনাম', 'হরি তুম হর' উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৯ আমেরিকা সফরে এসেছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভ। তিনিই প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি মার্কিন মুলুকে পা রাখেন। এদিন রাতে লস অ্যাঞ্জেলসে তাঁর সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন হয়। সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নরটিস পোলসনের বক্তৃতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ক্রুশ্চেভ তখনই সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যাওয়ার হুমকি দেন। এই সফরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে সোভিয়েতের নাম খোদাই করা চাঁদ উপহার দেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'হাতে চাঁদ' পেয়ে যে ছ্যাঁকাটি খেয়েছিলেন, তার ফল বছর দশেক পর হাতেনাতে পাওয়া যায়। ১৯৬৯-এর জুলাইয়ে এডউইন অলড্রিনকে সঙ্গে নিয়ে নিল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা রাখেন।

১৯১৩ দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫) এদিন জন্ম নেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয় 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থ। তাতে ছিল সেই বিখ্যাত লাইন, 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে'। এর পর থেকে তিনি কাস্তে কবি নামেই সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৭৮-এ চেতলা বয়েজ স্কুল থেকে অবসর নেন। ১৯৮১-তে পেয়েছেন নজরুল পুরস্কার, ১৯৮৩-তে রবীন্দ্র পুরস্কার। 'কাস্তে' ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থসমূহ হল, 'রাম গেছে বনবাসে', 'অসঙ্গতি', 'অহল্যা', 'ভুখামিছিল', 'কাঁচের মানুষ' প্রভৃতি।

১৯৩২ রোনাল্ড রস (১৮৫৭-১৯৩২) এদিন লন্ডনে মারা যান। ১৮৯৭ সালে তিনি কলকাতার পিজি হাসপাতালে বসে আবিষ্কার করলেন ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্লাসমোডিয়াম কীভাবে মশার শরীর থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, তার সম্পূর্ণ জীবনচক্র। বহুদিন পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল খারাপ হাওয়াই (mal= খারাপ, air= হাওয়া) ম্যালেরিয়া রোগের কারণ। রসই প্রথম বুঝেছিলেন ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হল এক ধরনের পরজীবী, যার বৈজ্ঞানিক নাম প্লাসমোডিয়াম। পরে একটি অ্যানোফিলিস মশার পেটে প্লাসমোডিয়ামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে রস বুঝতে পারেন যে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্লাসমোডিয়াম হলেও সেটা ছড়ায় অ্যানোফিলিস মশার মাধ্যমে। অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ালে রোগীর রক্তে মিশে থাকা প্লাসমোডিয়াম মশার শরীরে প্রবেশ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গ্যামেটোসাইটে পরিণত হয়ে মশার লালায় প্রবেশ করে। এই মশা এবার কোনও সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার শরীরে প্লাসমোডিয়ামের গ্যামেটোসাইট ঢুকে তাকে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত করে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯০২ সালে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৮০ নলিনীকান্ত কর (১৮৮৭-১৯৮০) এদিন পরলোক গমন করেন। তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ১৯০৯ থেকে বাঘাযতীনের কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। বালেশ্বরের যুদ্ধের দিন ঘটনাচক্রে অনুপস্থিত ছিলেন। চন্দননগরের মতিলাল রায়ের মাধ্যমে অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলে তাঁকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর পর থেকে আমৃত্যু বিহারের ডেহরি অন শোন-এ কাটান।

পার্টির কর্মসূচি

■ শ্রীরামপুর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১৪১ ও ১৪২ নম্বর বুথে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এ হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, সিআইসি সদস্য তথা শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষকুমার সিং এবং পুরসদস্যা চিনু দাস।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯৭

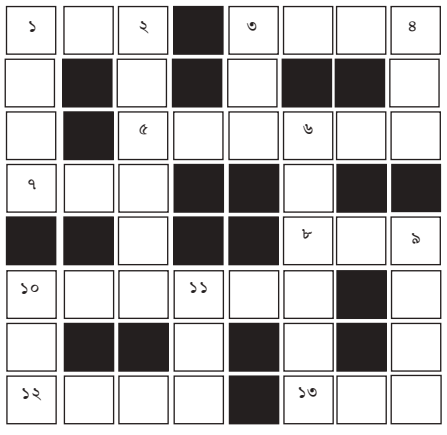

পাশাপাশি : ১. সবজি, কাঁচা তরকারি ৩. অভিনিবেশ ৫. কঠ ঋষিপ্রোক্ত উপনিষদ ৭. রুপো ৮. অনেক, প্রচুর ১০. বায়ু পরিবর্তন ১২. বাণসমূহ ১৩. নাচ, নৃত্য।

উপর-নিচ : ১. বিপদ, সঙ্কট ২. সীতা ৩. চাঁদোয়া ঢাকা স্থান, প্যান্ডেল ৪. দোষত্রুটি ৬. অসহায়, অনাথ ৯. বেশরম ১০. উধাও, অদৃশ্য ১১. বাংলাদেশের এক নদী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯৬ : পাশাপাশি : ১. চতুরঙ্গ ৩. খাঞ্জাখাঁ ৫. উদ ৬. নায়েব ৮. দফা ১০. ভ্রমর ১১. জিজ্ঞাসা ১৩. শত ১৫. হলকা ১৮. দাস ১৯. তড়াগ ২০. পরিষ্কার। **উপর-নিচ :** ১. চতুষ্পাদ ২. রচনা ৩. খাদ ৪. খাঁট ৫. উরভ্র ৭. আরশ ৯. ফাজিল ১২. সাহস ১৩. তনুবার ১৬. কাকারি ১৭. শ্বেত ১৮. দাগ।

১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৪৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৮৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৮৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৮২	৮৭.৬৮
ইউরো	১০৪.৭৬	১০৩.২১
পাউন্ড	১২১.১৪	১১৯.৩৮

নজরকাড়া ইনস্টা

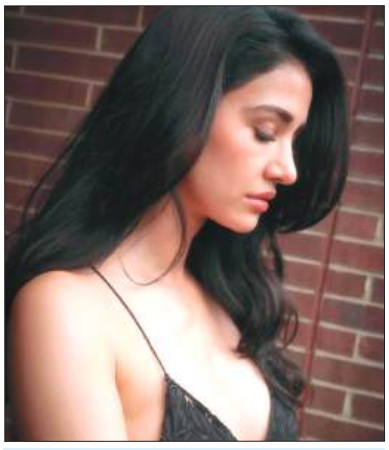

■ দিশা পাটনি

■ নুসরত

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০
Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

16 September, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

বিজেপির বাংলা ও বাঙালি-বিদ্বেষের প্রতিবাদে ধরনা-অবস্থান সনাতনী সমাজের

নন্দীগ্রামে এবার তৃণমূল বিধায়ক

ডোরিনার ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে ঘোষণা

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথই আসল পথ। তিনি যত বছর মা চণ্ডীর পুজো-মা কালীর পুজো করছেন, দলবদলু গদ্দার নেতার তখন জন্ম হয়নি। আর এখন তার কাছে সনাতনী-হিন্দু এসব শিখতে হবে? সোমবার সনাতনী ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের প্রতিবাদ সভা থেকে গর্জে উঠলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ উপস্থিত সকলেই। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার ধরনা-আন্দোলন কর্মসূচি চলছে। এদিন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সনাতনী সমাজের ধরনা-প্রতিবাদ ছিল। রাজীব বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনও আগ বাড়িয়ে বলতে হয়নি আমি হিন্দু। কারণ তিনি প্রকৃত হিন্দু। কিন্তু যারা ভণ্ড, যারা মেকি তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছে, আমি হিন্দুর বাচ্চা! এখানেই বোঝা যায় পার্থক্যটা। এদিন সনাতনী ব্রাহ্মণ সমাজের একাধিক বক্তা বিজেপিকে ধুয়ে দেন। এই সভায় গিয়েছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিজেপিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, বাংলায় আমরা সব ধর্মের মানুষ মিলে-মিশে থাকি। মঞ্চে কীর্তন চলছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, কত মধুর ভাষা। অথচ এর অপমান করছে বিজেপি। আমাদের একজোট হয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

■ ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনে সনাতনী সমাজ। বামদিক থেকে রয়েছেন অলোক আচার্য, কুণাল ঘোষ, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দেব, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সোমবার।

ধরনামঞ্চে এসেছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এক-একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে বলেন, এগুলো শিখেছি মা-ঠাকুমার কাছে, বিজেপির কাছে নয়। ওরা এখন যে ধর্মের কথা বলছে—যে পুজোর কথা বলছে সেসব ছোটবেলায় মা-ঠাকুমারা শিখিয়েছেন। বিজেপির কাছে সনাতনী ধর্ম শিখতে হবে নাকি! সেইসঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত নন্দীগ্রাম ব্লক-১-এর তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গকে সঙ্গে নিয়ে বলেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূলের বিধায়ক জিতবে। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের মাটিতে বিজেপি এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে ছোটবেলা থেকে ঠাকুরদা-বাবার কাছ থেকে পুজো বা ধর্ম সম্পর্কে যে শিক্ষা পেয়েছি, জেনেছি এখন তার সঙ্গে কোনও মিল খুঁজে পাই না। এদিন বক্তব্য রাখেন মদন মিত্রও। ছিলেন দলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, অশোক দেব, প্রবীর ঘোষাল প্রমুখ।

জল জীবন মিশনেও বাংলাকে বঞ্চনা, আন্দোলন দিল্লির পথে

প্রতিবেদন : বাংলাকে প্রতি পদে পদে বঞ্চনাই এখন সার ভেবেছে কেন্দ্রের সরকার। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা, সর্বশিক্ষা অভিযানের পর এবার জল জীবন মিশনেও বঞ্চনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া সাত হাজার কোটি টাকা। সেই টাকাও মেটানোর নাম নেই কেন্দ্রের। ভোটে হেরে নোংরা রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি তথা কেন্দ্রের সরকার। তার বিরুদ্ধে এবার দিল্লির রাজপথে আন্দোলন পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র।

দেশের প্রতিটি বাড়িতে স্বচ্ছ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'জল জীবন মিশন'-এর কথা ঘোষণা করলেও কেন্দ্রের সরকার প্রথম থেকেই অসহযোগিতা করে আসছিল। গত বছর পুজোর পর থেকে এই প্রকল্পে কোনও অর্থই প্রদান করা হয়নি রাজ্যকে। সেই বকেয়া দাঁড়িয়েছে ২,৫০০ কোটি টাকা। এছাড়া বিল তৈরি হয়নি প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার। অর্থাৎ সব মিলিয়ে গত প্রায় ১৩ মাসে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঠিকাদারদের বকেয়ার পরিমাণ প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা। এছাড়া বিভিন্ন নির্বাচনের সময় বুথে অস্থায়ী টয়লেট থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজের জন্য বকেয়া ৩২৫ কোটি টাকা। এই বকেয়া আদায়ের জন্য বারবার চিঠি লেখা হয়েছে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রীকে। ঠিকাদারদের সংগঠন অল বেঙ্গল পিএইচই কন্ট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন (সিভিল)-এর দাবি মেনে এপ্রিল ও জুন মাস থেকে আন্দোলন চলে আসছে জেলাস্তরে। উৎসবের মরশুমের পর এই আন্দোলনকে দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

২০২৪ সালের মধ্যে প্রত্যেক ঘরে জল পৌঁছনোর লক্ষ্য নেওয়া হলেও এখনও সেই কাজ বহু দূর। পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় সাড়ে ১৯ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে সাড়ে তিন কোটির বেশি বাড়িতে এখনও জল পৌঁছয়নি। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র। বাংলায় তাদের বঞ্চনা অব্যাহত।

লরির ধাক্কায় মৃত ১

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : মালবোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের। মৃতের নাম আতাবুর শেখ (২৪)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর ভাই শাহজাদা শেখ। ফলতায় রামনগর থানার নুরপুরের দেওয়ানতলার বাসিন্দা দুই ভাই আতাবুর ও শাহজাদা প্রতিদিনের মতোই সোমবার বাইকে চেপে বজবজের জুটমিলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথে ফলতা থানার মল্লিকপুর মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি তাঁদের ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা দ্রুত আহত দুই ভাইকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক আতাবুরকে মৃত ঘোষণা করেন এবং গুরুতর আহত শাহজাদা আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

সম্পাদকীয়

16 September, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সত্যের জয়

সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেল নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বিজেপির প্রশ্রয়ে কার্যত তুঘলকি আচরণ করতে শুরু করেছে। ভোটার তালিকায় সংশোধন সারা বছর ধরেই করা হয়। মৃত ব্যক্তিদের নাম সরানো থেকে শুরু করে যাঁরা অন্য জায়গায় চলে গিয়ে নাম তুলেছেন এমন ভোটারদের নাম আগের জায়গা থেকে কেটে দেওয়া হয়। এটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও কেন এসআইআর? কেন বহিরাগত, বিদেশি ইত্যাদি প্রশ্ন তোলা? উদ্দেশ্য মহৎ নয়, পরিষ্কার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই বিষয়টি ধরতে পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন, কোথাও একটা চক্রান্তের খেলা চলছে। ঘটলও তাই। দেখা গেল, অন্য রাজ্যে নাম রয়েছে, এমন অসংখ্য মানুষের নাম তোলা হয়েছে তালিকায়। কেন, কীভাবে? তার মানে ভুয়ো নাম ঢুকিয়ে জাল ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা। কারা করেছে? কমিশন। তাহলে? সারা বছর ধরে যদি নাম তোলা-ফেলার কাজ চলে তাহলে কেন এসআইআর? বিহারে এইভাবে ৬৫ লক্ষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। খতিয়ে দেখা গিয়েছে, যেসব কেন্দ্রে বিজেপি দুর্বল, সেই সব জায়গায় নাম বাদ দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। দিল্লি, মহারাষ্ট্রের ছকে বিহারে থাবা বসানোর চেষ্টা, চক্রান্তের পরিকল্পনা। মামলা হয়েছে একাধিক। তখন কমিশন বলেছিল, কেন নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তার কারণ সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে বাধ্য নয়। কোর্টের ভর্ৎসনায় কমিশন মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আর একবার কড়া ভাষায় কমিশনকে বলে দিয়েছে, যদি দেখা যায় নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বেআইনিভাবে, তাহলে বিহারের সম্পূর্ণ এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হবে। অক্টোবরে পরবর্তী শুনানি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। আর সেটা তদন্তে নামলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিজেপির শাখা সংগঠন হিসেবে কমিশনের এই নোংরা খেলা বন্ধ হওয়া দরকার। এই চক্রান্ত ইতি টানতে পারে একমাত্র সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়।

e-mail থেকে চিঠি

উনিজির মণিপুর সফর

অবশেষে মণিপুরে পা রেখেছেন নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী দেশের একটি অঙ্গরাজ্য পরিদর্শনে গিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? ভারতের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে এটাই তো স্বাভাবিক এবং এটা বরং আনন্দের ব্যাপার। ব্যাপারটা কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয়, রীতিমতো অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতা এতটাই যে, তাঁর মণিপুর পরিদর্শনের খবর সবার কাছে, সব মিডিয়াতে 'বড় খবর' হিসেবেই গণ্য হচ্ছে। 'ডবল ইঞ্জিন' রাজ্য মণিপুরে এথনিক ভায়োলেন্স বা জাতিদাঙ্গার শুরু ২০২৩ সালের ৩ মে। সংঘর্ষের কেন্দ্রে হিন্দু মেইতেই সম্প্রদায় এবং কুকি জনজাতি। প্রথমোক্ত শ্রেণি ইম্ফল উপত্যকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণিটি তার বাইরে পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তাদের মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষে দুই অঞ্চলেই যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার প্রকৃত হিসেব হয়তো কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। তবে গত ২২ নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া সরকারি হিসেবে, ২৬০ জনের মতো নাগরিকের প্রাণ চলে গিয়েছে। শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ মানুষ-সহ এগারোশোর বেশি নাগরিক জখম হয়েছেন। গৃহহীন হয়ে গিয়েছেন ৬০ হাজারের বেশি নরনারী। ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি। দুর্বৃত্তদের তাণ্ডবের বলি পাঁচ শতাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও। হামলার শিকার বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। নারীর বেনজির লাঞ্ছনা দেখে শিউরে উঠেছে সারা দেশ, এমনকী গণতান্ত্রিক দুনিয়াও। এত কাণ্ড একদিনে বা অল্পদিনে হয়নি—এজন্য সময় নিয়েছে দু'বছরের বেশি! অশান্তির শুরুতেই দাবি উঠেছিল, প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং বীরেন সিং সরকারকে বরখাস্ত। মণিপুরবাসী বারবার দাবি করেছিল, প্রধানমন্ত্রী অন্তত একবার মণিপুরের আসুন। দেখে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী নিত্য বিশ্ব চষে বেড়ান, তিনি ঘর হইতে দুই পা ফেলিয়া মণিপুরে পৌঁছোবার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রধানমন্ত্রী সীমাহীন নীরবতার নীতি আঁকড়ে ছিলেন। এজন্য তাঁর ছবি ও বিবরণ-সহ 'নিখোঁজ' পোস্টারও পড়েছিল মণিপুরের নানা স্থানে!

— সৃজনী বসাক, যদু মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৪

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ডবল ইঞ্জিন আর বেরোজগার
জিএসটির নামে লুঠেরার সরকার

বিজেপি শাসিত রাজ্যে শুধু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয়। চাকরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ কথা বলেন না। সেসব রাজ্যের মানুষেরাই বলছেন, বিজেপিকে ভোট দিয়ে তাঁরা ভুল করেছেন। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

কেমন আছে ডবল ইঞ্জিন চালিত রাজ্যগুলো? সেখানে কি আছে দিন এসে গেছে?

হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই যেমন বোঝা যায় পুরো হাঁড়ির ভাত সেদ্ধ হয়েছে কি না, তেমনই একটা প্রতিক্রিয়ায় বোঝা যাচ্ছে কেমন আছে বিজেপি শাসিত রাজ্যসমূহ, কেমন চলছে সেখানকার সরকার ও প্রশাসন।

গত রবিবারের একটি খণ্ড চিত্র।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের সামনের ফুটপাথে ফ্লেক্স পেতে কয়েকজন বসে রয়েছেন। বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজেছেন তাঁরা। উত্তরপ্রদেশ থেকে এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিতে এসেছেন তাঁরা। সকলেই উচ্চশিক্ষিত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি সাহিত্যের এক গবেষকও রয়েছেন।

তিনি বলছিলেন, ''আমাদের রাজ্যে শুধু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয়। চাকরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ কথা বলেন না। এখানে তো তাও পরীক্ষা হচ্ছে।'' একটু থেমে তাঁর সংযোজন, ''সারা দেশেই তাই।'' কিন্তু বিজেপিকে তো আপনারাই এনেছেন। গবেষকের স্পষ্ট বক্তব্য, ''ভুল করেছি।''

কিন্তু বাইরের রাজ্যে তো বাংলা বললেই আক্রমণের শিকার হচ্ছেন বাঙালিরা। এই আবহে কলকাতায় আসতে ভয় করেনি? এলাহাবাদের কৌশাম্বীর, জৌনপুর, গাজিয়াবাদের থেকে আসা মানুষজন একসঙ্গে বললেন, ''এখানে ভাষাগত সমস্যায় পড়তে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কলকাতার মানুষ খুবই সহযোগিতা করেছেন।'' উচ্চশিক্ষিত এই যুবকদের কাছে শুধুই ডিগ্রি রয়েছে। পকেটে নেই টাকা। বাড়ি থেকে হাজারদুয়েক টাকা নিয়ে এসে স্টেশনেই রাত কাটিয়েছেন তাঁরা। এবার যাদবপুর বিদ্যাপীঠে পরীক্ষায় বসবেন।

ওঁদের ঠিক পাশেই বড় ব্যাগ, ছোট কন্যাসন্তানকে নিয়ে বসে ছিলেন একজন ডক্টরেট ভদ্রলোক। বলছিলেন, ''আমি বিশাখাপত্তনমে পড়াই। স্ত্রী পরীক্ষা দেবেন। তাই মেয়েকে নিয়েই আসতে হল।'' মেয়ে কিন্তু তখন একমনে ছবি এঁকে চলেছে। আবার দিনকয়েক আগে গোরখপুর থেকে এসেছিলেন আর একজন নবম-দশমের পরীক্ষা দিতে। তিনি পরীক্ষা দিতে এসেছেন এদিনও। বলছিলেন, ''পরীক্ষার সঙ্গে কলকাতাও ঘোরা হল। এখানকার মানুষজন খুবই ভাল।''

এর পরেও কি আর বলতে হবে, কেমন আছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মানুষেরা। তাঁদের চাকরি আর শিক্ষার হাল হকিকত কেমন।

আর এদিকে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা কেমন। সেটা বুঝতেও হাঁড়ির একটা চাল টিপে দেখা যাক। তুলে ধরা যাক একটা জেলার চিত্র।

বাঁকুড়া জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বীরভূম জেলা কৃষি বিপণন দফতর। অভাবী বিক্রি রুখতে এবার সরাসরি হিমঘর থেকে 'রেডি আলু' কেনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে কৃষি বিপণন দফতরের তরফে জেলার নানা প্রান্তের চাষিদের থেকে আলু কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কৃষি বিপণন দফতর সূত্রে খবর, শুধুমাত্র প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের থেকেই রেডি আলু কেনা হবে। যাতে কোনওভাবেই তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে না পড়েন।

কৃষি বিপণন দফতরের জেলা আধিকারিক ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, তাঁরা শুরু থেকেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেইমতো হিমঘরে মজুত রেডি আলু সরাসরি চাষিদের থেকে ন্যায্য মূল্যে কিনে নেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে সুফল বাংলার মাধ্যমে সেই আলু স্কুলের মিড-ডে

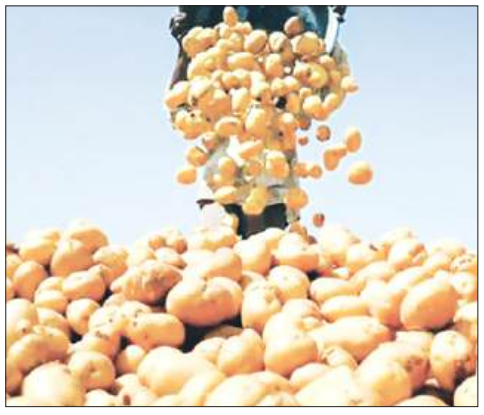

মিলে পাঠানো হচ্ছে চাষিদের হাত ধরে। এছাড়াও শহর থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় ভ্রাম্যমাণ স্টলেও সেই আলু বিক্রি করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন চাষিরা উপকৃত হচ্ছেন, তেমনই সাধারণ মানুষও ন্যায্য দামে আলু পাবেন। প্রায়শই কৃষিকাজ শেষে আলুর সঠিক দর না পেয়ে চাষিদের একাংশের হতাশা দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে অভাবী বিক্রির মুখেও পড়তে হয়। সমস্যা সমাধানে এবছরই প্রথম জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে আলু কেনা হয়েছিল। বোলপুর উত্তর অজয় কৃষক সমবায় হিমঘর ও নলহাটি সিএডিপি সমবায় হিমঘর চত্বরে সুফল বাংলার তরফে আলু কেনা হয়েছিল। সেইসঙ্গে চাষিদের দাবি মেনে জেলার নানা প্রান্তে অস্থায়ী শিবিরের মাধ্যমেও আলু কেনা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে প্রতি কেজি ১০ টাকা করে মূল্য পেয়েছিলেন চাষিরা। এবার দ্বিতীয় ধাপে চাষিদের থেকে আলু কেনার প্রক্রিয়া শুরু হল। কৃষি বিপণন দফতরের নয়া এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে জেলার প্রায় ১৫ জন প্রান্তিক চাষি উপকৃত হয়েছেন।

এখানেই শেষ নয়। হিমঘরে মজুত আলুর বন্ড ছাড়াতে গিয়ে অনেক সময় চাষিদের বিপাকে পড়তে হয়। সেক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁদের ক্ষতির মুখেও পড়তে হয়। সেই ক্ষতি রুখতেই এবার হিমঘরে মজুত রেডি আলু কেনা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৯১০ কুইন্টাল আলু কেনা হয়েছে। আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই পদ্ধতিতেই সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে আলু কেনার প্রক্রিয়া জারি থাকবে।

ময়ূরেশ্বর-২ ব্লকের জনৈক চাষির অভিজ্ঞতা, এবছর আলুর উৎপাদন বেশি হওয়ায় কিছুটা ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। তবে সরকারিভাবে আলুর বন্ড কিনে নেওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়তে হয়নি। এতে অনেকটাই সুবিধা হল।

দুটো ছবি পাশাপাশি রাখুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন। নিজেরাই বুঝতে পারবেন, কেন পশ্চিমবঙ্গে ফের একবার চাই মা মাটি মানুষের সরকার। বুঝতে পারবেন কেন বিজেপিকে এরাজ্য থেকে বিদায় করা দরকার।

গত ৩ সেপ্টেম্বর সরকার বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার উপর যুক্তিসঙ্গত জিএসটি হার চালু এবং হ্রাস করেছে। তার ফলে বর্তমান কর কাঠামো মোটামুটি ভাল এবং কিছুটা সরলও হয়েছে। গত আট বছরে একাধিকবার তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিএসটি ব্যবস্থার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এমতাবস্থায় জানাতেই হবে মোদি-শাহদের, আজ যদি টুথপেস্ট, কেশতেল, মাখন, শিশুদের ব্যবহার্য ন্যাপকিন, পেনসিল, নোটবুক, ট্র্যাক্টর, স্প্রিংক্লার প্রভৃতির উপর ৫ শতাংশ জিএসটি ভাল হয়, তাহলে গত আট বছরে কেন তা খারাপ ছিল? কেন আট বছর যাবৎ দেশবাসীকে মাত্রাতিরিক্ত কর গুনে যেতে হয়েছিল?

কর হার কমানোটা সূচনা মাত্র। এরপর আরও অনেক কিছু করতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে জনগণের কাছে। তৈরি থাকুন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনলাইন বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত তদন্তে টলিউড তারকা অঙ্কুশ হাজরাকে তলব করল ইডি। আজ মঙ্গলবার তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা

শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

শরৎ-জন্মভিটে সংস্কারে বরাদ্দ ১.৮২ কোটি টাকা

প্রতিবেদন : হাওড়ায় রূপনারায়ণের তীরে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাসস্থান ঢেলে সাজানো হয়েছে। এবার হুগলির দেবানন্দপুরে মহান কথাসাহিত্যিকের জন্মভিটে সংস্কারের উদ্যোগ নিল রাজ্য। সোমবার শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেজন্য ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আমি গর্বিত, আমাদের রাজ্য সরকার এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটির হাওড়ায় রূপনারায়ণের তীরে দেউলটি-সামতাবেড়-পানিত্রাসের বাসস্থান ও হুগলির দেবানন্দপুরের জন্মভিটা— দুটোরই যথাযথ সংস্কার করেছে ও করছে। হাওড়ার দেউলটিতে, তাঁর 'হেরিটেজ' বাড়িটিকে আমরা সাজিয়ে দিয়েছি। এটা দেখতে এখন অসংখ্য মানুষ আসেন। তাঁদের সুবিধার জন্য রাস্তা, আলো, পানীয় জলের ব্যবস্থা-সহ সবকিছু করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওখানে আমরা একটি 'শরৎ স্মৃতি উদ্যান ও ইনফর্মেশন সেন্টার'ও করছি। হুগলির দেবানন্দপুরে জন্মভিটে সংস্কারের জন্য আমরা ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি। তাড়াতাড়ি কাজ শুরুও হয়ে যাবে। কিছুদিনের মধ্যে দেবানন্দপুরও রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ জায়গায় উঠে আসবে।

শরৎ-স্মৃতি উদ্যান ও তথ্যকেন্দ্র পানিত্রাসে

মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, বাংলাসাহিত্যের চিরস্মরণীয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আমার প্রণাম। তাঁর লেখা বিভিন্ন উপন্যাস ও অন্যান্য রচনায়, তিনি সহজ ভাষায় বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, সামাজিক অবিচার ও সংস্কারের চিত্র যে দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তার তুলনা সারা বিশ্বসাহিত্যেই বিরল। তাঁর রচিত 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবি', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'দেবদাস'-সহ অজস্র রচনা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাঁকে অমর করে রেখেছে। ভারতীয় সাহিত্য ও চলচ্চিত্র তাঁর কাছে চির-ঋণী। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন দেবানন্দপুর গ্রামে। এখানেই তাঁর বাল্যজীবন কাটে এবং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষালাভ করেন। তাঁর সাহিত্যে এই গ্রামের বিশালাক্ষী মন্দির, প্যারি পণ্ডিতের পাঠশালা, গড়ের জঙ্গল, সরস্বতী নদীর বাঁশের ব্রিজ, দত্ত মুনশিদের পুজোর মণ্ডপ, হেদুয়ার পুকুর বারবার উঠে এসেছে। দেবানন্দপুরে থাকার সময়ই তিনি 'কাশীনাথ' রচনা করেছিলেন।

মাছ ধরা নিয়ে অশান্তি, মামাকে খুন করল ভাগনে

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সকালেই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়েছিল মামা-ভাগনের মধ্যে। সন্ধেয় সেই অশান্তি গড়াল খুনোখুনিতে। ভাগনের হাতে খুন মামা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাট থানার গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়া এলাকায়। অভিযোগ, রবিবার রাতে মামা তুফান মন্ডল (২৮) বাড়ি ফিরছিল, সেই সময় তাঁকে ভাগনে জিৎ মন্ডল পিছন থেকে ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করে। রাস্তার উপরেই লুটিয়ে পড়ে তুফান। এরপর ফের জিৎ ইট দিয়ে মামার মাথায় একাধিক আঘাত করে। সেখানেই এরপর নিথর দেহ ফেলে জিৎ পালিয়ে যায়। পথ চলতি মানুষ তুফান মন্ডলকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে

■ ধৃত জিৎ মণ্ডল

দ্রুত বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে। বসিরহাট থানার পুলিশ তদন্তে নামে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে এবং জিৎকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত জিৎ মন্ডলের বাবা রাজু মন্ডল ছেলের শাস্তির দাবি করেছে। তার দাবি, ছেলে যে অন্যায় করেছে তার শাস্তি পাক।

নির্যাতিতাদের জন্য জেলায় প্রথম ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু

■ বারুইপুরে নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টারের উদ্বোধনে স্থানীয় বিধায়ক তথা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা।

সংবাদদাতা, বারুইপুর : গার্হস্থ্য হিংসার শিকার এমন মহিলাদের রক্ষা করতে বারুইপুরে তৈরি করা হল ওয়ান স্টপ সেন্টার। সোমবার সেন্টারের উদ্বোধন করেন বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু বিকাশ কল্যাণ দফতরের কমিশনার পর্ণা চন্দ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রাণী ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভাস্কর পাল, মহকুমাশাসক চিত্রদীপ সেন, মহকুমা হাসপাতালের সুপার ধীরাজ রায়, পুরসভার উপপ্রধান গৌতম দাস।

বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পরিবারের হিংসা বা যেকোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার মহিলাদের রক্ষার্থে এই সহায়তা কেন্দ্র গড়ে উঠল। এই প্রথম কোনও জেলায় এই ধরনের সেন্টার গড়ে উঠল। দিনে দিনে সংসারে নীরবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নারীরা। অনেক অসহায় মহিলা আছেন তাঁদের যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিত মহিলাদের পুলিশি সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, আইনি সহায়তা, আপদকালীন আশ্রয় ও কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করা হবে এই সেন্টারে। সেন্টারগুলিতে দু-তিন দিনের জন্য নির্যাতিতাদের রাখা হবে। তারপর তাঁর বাড়ির খোঁজ-খবর নিয়ে সেখানে পুলিশের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে। তবে সেখানে থাকার সমস্যা হলে পরে হোমের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এই সেন্টারে একসঙ্গে পাঁচ জন মহিলা থাকতে পারবে।

স্বাভাবিক বৃষ্টি দক্ষিণে

প্রতিবেদন : ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের জোড়া ফলায় গোটা বাংলা জুড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে যে নিম্নচাপ ছিল তা দূরে সরলেও প্রভাব রয়েছে। দক্ষিণে স্বাভাবিক বৃষ্টি হলেও উত্তরের জেলায় বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, দক্ষিণের জেলায় তেমন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা না থাকলেও বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ অতি-ভারী বৃষ্টি হতে পারে। একইভাবে উত্তরে উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বুধ ও বৃহস্পতিবার। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে।

উড়ালপুলে দুর্ঘটনা

প্রতিবেদন : অনিয়ন্ত্রিত গতির বলিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে। একসঙ্গে চারটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে। একটি গাড়ি প্রবল গতিতে এসে পরপর তিনটে গাড়িকে ধাক্কা মারে। বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হলেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ সূত্রে খবর, দ্রুতগামী একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সায়েন্স সিটি থেকে পার্ক সার্কাসমুখী রাস্তায় ডিভাইডারের কাছে ধাক্কা মারে। সেই সময় সামনে থাকা একটি গাড়ি আচমকা ব্রেক কষলে পিছন থেকে ধাক্কা মারে দ্রুতগামী গাড়িটি। এরপরেই একের পর এক চারটি গাড়ি ভেঙেচুরে যায়। ঘাতক গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। তিনটে গাড়ির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে কারও প্রাণহানি ঘটেনি।

বাজার কাঁপাচ্ছে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কোল্ডড্রিংক্স

অনুরাধা রায়

■ পুজোর মেলায় নিজেদের তৈরি পণ্য প্রদর্শনে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারা।

কোলা, জিরা, অরেঞ্জ। আছে লেমনও। তৃষ্ণা মেটাতে নানান ফ্লেবারের কোল্ডড্রিংক্স। তবে অতিরিক্ত চিনি বা নেই ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান, একেবারে স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি এই কোল্ডড্রিংক্স রীতিমতো বাজার কাঁপাচ্ছে। বীরভূমের লাভপুর ব্লকের জামনাগ্রামের পঞ্চায়েতের স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারাই তৈরি করছেন এই পানীয়। মহিলাদের ওই সংস্থার নাম নিত্য সংঘ মহিলা এসএইচজি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড। 'এন' লোগো দেওয়া নিজেদের ব্র্যান্ডে সেই পানীয় তাঁরা পৌঁছে দিচ্ছেন বাজারে। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যশনাল চেম্বার অফ কমার্স (বিএনসিসিআই) আয়োজিত ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পুজোর মেলায় নিজেদের সামগ্রীর পশরা নিয়ে এসেছিলেন বীরভূমের ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মেলা ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সকলেই গলা ভেজাতে ভিড় করছিলেন ওই স্টলটিতেই। শুধু কোল্ডড্রিঙ্ক নয়, হাতে বোনা শাড়ি থেকে শুরু করে মাশরুমের বীজ সবই ছিল স্টলে। কী কী পণ্য রয়েছে? গোষ্ঠীর সম্পাদক কণিকা দাশ জানালেন, ২০টিরও বেশি পণ্য তৈরি করেন এই গোষ্ঠীর মহিলারা। রয়েছে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে পাকানো কলাও। যেখানে নেই কোনও কারবাইড বা রাসায়নিকের ব্যবহার। পোশাকের মধ্যে রয়েছে স্কুল ড্রেস, হাতে বোনা কাঁথাস্টিচের শাড়ি। রয়েছে উন্নতমানের মাশরুমের বীজ। অরগানিক পদ্ধতিতে সবজি চাষও করেন গোষ্ঠীর মহিলারা বলে জানালেন আর এক সদস্য। ওই সবজিই মিডডে মিলের জন্য জেলার স্কুলগুলিতে পাঠানো হয়। প্রায় তিন হাজার মহিলা সদস্য রয়েছেন এই গোষ্ঠীতে। এগিয়ে আসছেন আরও মহিলা। তাঁদের তৈরি পণ্য জনপ্রিয় হচ্ছে বাংলা-সহ দেশের বাজারেও। খুশি গোষ্ঠীর মহিলারাও, তাঁরা সকলে মিলে ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নিজেদের তৈরি পণ্য হাতে নিয়ে মহিলারা বললেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের স্বপ্নের দিদি। বিএনসিসিআই-এর সভাপতি অশোক বণিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে বাংলার হস্তশিল্পকে তুলে ধরতেই এই মেলার আয়োজন।

ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় চপারের কোপ অ্যাপ বাইক চালককে। ঘটনায় আটক ২ নাবালক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনাপুরের ঘটনা

■ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে তাঁর ছবিতে শ্রদ্ধা জানালেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাজ্য বিধানসভায়।

■ বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে শিশুদের ঘুড়ি, লাটাই, টিফিন ও প্রবীণদের হুইল চেয়ার তুলে দিলেন মন্ত্রী ও বিধায়ক ডাঃ শশী পাঁজা। ৯ নং ওয়ার্ডের রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণ দেব লেনে (তাড়িখানা গলি)। পরিচালনায় প্রদীপন সংঘ।

■ ৯১ নং ওয়ার্ডের কসবা রথতলা অঞ্চলে সোমবার আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

■ বেলুড় খামারপাড়ায় ১৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে নিয়ে সোমবার অনুষ্ঠিত হল পুষ্টি দিবস। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও বালির পুর প্রশাসক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার-সহ আরও অনেকে।

■ ডায়মন্ড হারবারে আঞ্চলিক উপভোক্তা কার্যালয়ের উদ্বোধনে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বিধায়ক পান্নালাল হালদার, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক সাদ্দাম নাভাস, মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ, উপভোক্তা কার্যালয়ের আধিকারিক নবদ্বীপ আদিত্য-সহ অন্যরা।

কনভয়-নাটক, প্রচারে আসার চেষ্টা সুকান্তর

প্রতিবেদন : দমদম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিদায় জানানোর সময় কনভয় নিয়ে বিজেপির মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার যে অভিযোগ তুলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। সুকান্তের অভিযোগ উঠতেই তার জবাব দিল তৃণমূল। দল জানিয়ে দিল, এরকম কোনও ঘটনাই বিমানবন্দরে ঘটেনি। বিজেপি নেতা ও মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করতেই তৃণমূলের তরফে দলের মুখপাত্র ও সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে বিজেপি সম্পূর্ণ বিকৃত প্রচার করছে। বিজেপি বলতে চাইছে, বিমানবন্দরে রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু তাঁর কনভয় নিয়ে ঢুকতে পারলেও সুকান্ত মজুমদারকে নাকি আটকানো হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সর্বৈব মিথ্যা। এ-বিষয়ে পুলিশ ও স্বয়ং সুজিত বসু জানিয়ে দিয়েছেন। আসল ঘটনাটা হল, সুজিত বসুও অন্যদের মতো গাড়িটি বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকেছেন। সুকান্তবাবু যা বলছেন, সেরকম কিছুই ঘটেনি। সুকান্তবাবু হঠাৎই এই নিয়ে নাটক করে প্রচারে আসতে চাইছেন। এ-প্রসঙ্গে কুণাল আরও বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, যখন কোনও ভিভিআইপি মুভমেন্ট চলে, তখন তার একটা ব্লু বুক থাকে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এই ব্লু বুক থাকে এসপিজির হাতে। তারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কোন গাড়ি ভিতরে ঢুকবে, কোন গাড়ি ভিতরে ঢুকলেও কতদূর পর্যন্ত যাবে, সবটাই ঠিক করে এসপিজি। সেই তালিকা তারাই পুলিশকে দেয়। ফলে বাস্তবটা হচ্ছে, সুজিত বসু গাড়ি বাইরে রেখেই ঢুকেছিলেন। আর সুকান্তর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো পরিষ্কার প্রধানমন্ত্রীই তাঁকে ঢুকতে দিতে চাননি! কারণ, এসপিজিই গাড়ির নম্বরগুলি পুলিশকে দেয়। তাই পুলিশ যদি সুকান্ত মজুমদারের গাড়ি ঢুকতে না দেয়, তার মানে আসলে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরাই তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। তা এই নিয়ে এখন উনি নাটক করছেন? এসবের কোনও গুরুত্ব নেই। আসলে শমীক ভট্টাচার্য সভাপতি হয়েছেন, দিলীপ ঘোষও নানাভাবে প্রচারে আছেন। আপনি দলে এলেবেলে হয়ে গিয়ে এসব নাটক করবেন না। সুজিত বসু কোনও অন্যায্য সুবিধা নেননি।

অবসর নিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম

প্রতিবেদন : অবসর নিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। গত ২০২১ সালের অক্টোবরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। চার বছরের দায়িত্ব সামলে সোমবার অবসর নেন তিনি। আপাতত তাঁর জায়গায় দায়িত্ব সামলাবেন বিচারপতি সৌমেন সেন। সোমবার হাইকোর্ট প্রশাসনের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে সেই কথাই জানানো হয়েছে। এদিনই ছিল হাইকোর্টে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের কর্মজীবনের শেষ দিন। তাঁর পরে কলকাতা হাইকোর্টের সবচেয়ে সিনিয়র বিচারপতি সৌমেন সেন। সে-কারণে আপাতত তাঁকেই এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম গত শুক্রবার বিচারপতি সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করে পাঠানোর জন্য সুপারিশ করেছিল। তারই মধ্যে আপাতত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি সেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে মেঘালয়ে চলে যেতে হতে পারে বিচারপতি সেনকে। সেক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের পরবর্তী স্থায়ী প্রধান বিচারপতি কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে।

বিভূতিভূষণের জন্মদিন পালন

প্রতিবেদন : আজ বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহযোগিতায় শিক্ষক দিবস -২০২৫ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালিত হল বনগাঁ পুরসভার নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে। ছিলেন অধ্যাপক প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক সমিতির রাজ্যে সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ, জেলা সভাপতি সুমন মজুমদার, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর কুণ্ডু, সম্পাদক শ্যামপ্রসাদ দাস, মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি সনৎ মল্লিক-সহ জেলার শিক্ষকরা। ১৫০ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সম্মানিত করা হয়।

শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

ইঞ্জিনিয়ার্স দিবস পালিত

প্রতিবেদন : 'ভারতরত্ন' প্রাপ্ত প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার 'ফাদার অফ মডার্ন মাইসোর' মোক্ষগুণদম বিশ্বেশ্বরায়ার জন্মদিন ১৫ সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনিয়ার দিবস হিসেবে পালিত হয় ভারতে। জগদ্বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি অন্য ইঞ্জিনিয়ারদের দূরদর্শিতাকে এই বিশেষ দিনে কুর্নিশ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে এদিন নজরুল মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ইঞ্জিনিয়াররা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে কীভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে আরও উন্নত করেছেন সেই খতিয়ান তুলে ধরলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

■ দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে ইঞ্জিনিয়ার্স দিবসের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, সংগঠনের সভাপতি সুব্রত ঘোষ, সচিব অনির্বাণ ওঝা, কুশল চৌধুরি, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, খোকন দাস-সহ অন্যরা।

এদিন সোশ্যাল হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার জন্মবার্ষিকীতে তাঁর অসাধারণ অবদানের কথা মনে করে এই 'ইঞ্জিনিয়ার্স দিবসে' সকল ইঞ্জিনিয়ারকে দূরদর্শিতা ও নিষ্ঠার জন্য আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য গর্বিত।

মানস ভুঁইয়া বলেন, ১৯৭৩-৭৪ সালে আমি লড়াই করেছিলাম ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য। ৪০ দিন স্ট্রাইক করেছিলাম। দাবি ছিল ইঞ্জিনিয়ার দফতরে ইঞ্জিনিয়ারদের গুরুত্ব দিতে হবে। এখন পিএইচই, পিডব্লুডি কী ভাল করেছে। কেন্দ্রকে নিশানা করে তিনি বলেন, সেচ দফতরকে ২০১৫ থেকে টাকা দেয়নি। তবুও আমার দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা কীভাবে কাজ করছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

■ তৃণ অঙ্কুর আয়োজিত বিতর্কসভা হাওড়ার টাউনহলে। উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষ, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, অরূপ চক্রবর্তী, শুভজিৎ শর্মা, কুসুম ভট্টাচার্য, অরূপ সেনগুপ্ত, অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর বিশ্বাস, ভাস্কর ভট্টাচার্য ও সুমন ভট্টাচার্য। সোমবার।

মহেশতলার শিবিরে বিপুল সাড়া

সংবাদদাতা, মহেশতলা : মহেশতলা পুরসভার ৩৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোপাল সাহার উদ্যোগে নুঙ্গির গঙ্গার ঘাটের রাজ্য সরকারের প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি মডেল ক্যাম্পের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হল সোমবার। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা থাকলে তার সমাধান করা হবে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে স্ট্রিট লাইট, নিকাশি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিও তমোঘ্ন কর, ডিএমডিসি লীনা চক্রবর্তী, মহেশতলা থানার আইসি তাপস সিংহ, কাউন্সিলর শুভাশিস দাস, বাবুল সরদার, আতিবার রহমান মোল্লা, আবু তালেব মোল্লা-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোচবিহারে তুফানগঞ্জের ফাঁকা বাড়ি থেকে উদ্ধার গৃহবধূর নলি কাটা দেহ। রবিবার রাতের ঘটনা। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

আমার বাংলা

16 September, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

পুরুলিয়া ও বীরভূমের সাংগঠনিক নেতৃত্বের সঙ্গে অভিষেকের বৈঠকের বিশেষ মুহূর্ত

৮০০ কোটির টার্নওভার অতিক্রম করেছে জলপাইগুড়ি সমবায় ব্যাঙ্ক

■ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: সোমবার অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৮৬তম বার্ষিক অধিবেশন। জানা যায়, ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই এ বছর ৮০০ কোটি টাকার টার্নওভার অতিক্রম করেছে। একইসঙ্গে প্রায় ২৪ হাজার কৃষককে কৃষি দাদন দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জেলায় মোট ৪১৩টি কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতির মধ্যে ১৭৭টিকে শীঘ্রই সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড করা হবে, এবং এই কাজ এ-বছরের মধ্যেই শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতা ও ব্যাঙ্কের নির্বাচিত চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৭৭টি সমবায় সমিতির সিংহভাগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। যা প্রমাণ করে এই ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন এই ব্যাঙ্কের পরিষেবায়। কৃষকদের স্বার্থে একাধিক প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কৃষি দাদনের পাশাপাশি কৃষিবিমা প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা যেহেতু বন্যাপ্রবণ। পাশাপাশি পশুপালন, মৎস্যচাষ ও দুগ্ধ সমবায় গড়ে তোলায় জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ব্যাঙ্কের তরফে নেওয়া হয়েছে এক অভিনব উদ্যোগ। কিছুদিন আগে গুজরাতের একটি কোম্পানি হঠাৎ করে দুধ, ঘি, মাখন বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার প্রথম পর্যায়ে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় দুগ্ধ বিক্রয়কেন্দ্র চালু করতে চলেছে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে সরাসরি উপকৃত হবেন সাধারণ গ্রাহকরা। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হল সমবায় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করে তোলা। কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ থেকে শুরু করে দুগ্ধ উৎপাদন সব ক্ষেত্রেই জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক মানুষকে সঠিক সহায়তা দেবে।

হিলি সীমান্তের পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য শিবির

■ প্রশাসনের আধিকারিকরা শ্রমিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন চেকের জাম্বো প্রতিলিপি।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: হিলির সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ। পরিবহণ শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের জন্য শিবির হল সোমবার। এই শিবিরে পিএফের চেকও দেওয়া হয়। এই শিবিরে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আগত পরিবহন শ্রমিকদের নাম নিবন্ধন করা হয় এবং সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতায় প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিএফ)-এর চেক প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিবহণ শ্রমিকদের সরকারি সামাজিক সুরক্ষা যোজনা সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের নাম সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা। ছিলেন হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সরস্বতী সরকার মণ্ডল, সহ-সভাপতি তাপস বর্মন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বঙ্গরত্ন অমূল্যরতন বিশ্বাস-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডেপুটি লেবার কমিশনার কার্তিকচন্দ্র বারুই জানান, এই ধরনের উদ্যোগ শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অসংগঠিত শ্রমিকদের একটি স্কিম রয়েছে, যেখানে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া হয়। যে কমিটি রয়েছে তার ফাইনাল পেমেন্ট দেওয়া হয় সোমবার পাঁচজনকে।

বে-আইনি দখলমুক্ত অভিযান

সংবাদদাতা, মালদহ : বে-আইনি দখল মুক্ত করতে অভিযান। সোমবার পুরাতন মালদহে অভিযানে নামেন পাঁচ দফতরের আধিকারিকরা। মঙ্গলবাড়ি চৌরঙ্গি থেকে নলডুবি পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দুই ধারে শুরু হয় ঝটিকা অভিযান। দীর্ঘদিনের অভিযোগ, ফুটপাথ ও রাস্তার ধার দখল করে গাড়ি পার্কিং, এমনকী গ্যারেজ মালিকদের রাস্তায় গাড়ি মেরামতির কাজ তীব্র যানজটের কারণ হয়ে উঠেছিল। এদিন পুরসভা, পিডব্লুডি, ট্রাফিক পুলিশ, আরটিও ও দমকলের আধিকারিকরা যৌথভাবে সেই অবৈধ দখল সরিয়ে দেন। অভিযানে নেতৃত্ব দেন পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ ও ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম।

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে

■ ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থা। প্রতিবাদে গর্জে উঠল বালুরঘাট। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারি ব্লক এবং বুনিয়াদপুর টাউন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হল প্রতিবাদ মিছিল। ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

পেভার্স ব্লকের রাস্তার সূচনা

■ ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ব্যয়ে পেভার্স ব্লকের রাস্তা। সোমবার ইটাহারের মানাইনগর থেকে রামনগর পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার রাস্তার সূচনায় বিধায়ক মোশারফ হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার, সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান, কর্মাধ্যক্ষ কার্তিক দাস, পঞ্চায়েত প্রধান সুফিয়া বিবি প্রমুখ

সাইবার প্রতারণায় ধৃত

সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাইবার প্রতারণার জেরে একজন যুবককে গ্রেফতার করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। সোমবার এই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ধৃত যুবকের নাম সঞ্জয়কুমার ধর। জানা যাচ্ছে, তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মোহনপুর এলাকায়। ২০২২ ও ২০২৪ সালে সাইবার ক্রাইমে একটি মামলা দায়ের হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, দিনহাটার এক ব্যক্তিকে ফোন করে নিজেকে বিমা সংস্থার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেয় অভিযুক্ত সঞ্জয়। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে এক লক্ষ ২৯ হাজার টাকা দাবি করে সে। এরপর ধাপে ধাপে টাকার অঙ্ক পৌঁছে যায় প্রায় ৮৭ লক্ষে। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে অবশেষে ওই ব্যক্তি সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সাইবার থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

আমার বাংলা
16 September, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নদিয়ায় ১০৫০ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার গ্যাস সংযোগ, সূচনায় মন্ত্রী

সংবাদদাতা, কল্যাণী : নদিয়া জেলার কল্যাণীর ঋত্বিক সদনে সোমবার এক অনুষ্ঠানে জেলার ১০৫০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হল। প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। নদিয়া জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হল। মন্ত্রী ও জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির ছাড়া অনুষ্ঠানে ছিলেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ ও রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার আসিস মৌর্য-সহ অন্য আধিকারিকেরা। মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা জানান, আগামীতে আর যে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে এলপিজি গ্যাস সংযোজন বাকি আছে সেগুলিতেও এলপিজি গ্যাস সংযোজন দেওয়া হবে। এর আগে বেশিরভাগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার জন্য জ্বালানি হিসেবে কাঠ বা অন্য ব্যবস্থা ছিল। ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছিল। এবং অঙ্গনওয়াড়ির রান্নার কর্মীরা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুটি করে গ্যাস সিলিন্ডার এবং ওভেন দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার যন্ত্র দেওয়া এবং তার সঙ্গে ব্যবহার করার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। গ্যাস কানেকশনের ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশু এবং তাদের শিশুর মায়েরা-সহ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও দূষণের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

■ অনুষ্ঠানের মঞ্চে মন্ত্রী শশী পাঁজা, তারান্নুম সুলতানা মির, এস অরুণ প্রসাদ প্রমুখ।

আসানসোলের ১২৩০ পুজো কমিটির হাতে রাজ্যের অনুদান-চেক

■ পুজো অনুদানের চেক দিচ্ছেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে পুজো কমিটিগুলোকে চেক দান অনুষ্ঠান আয়োজিত হল সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর পুরসভার চেয়ার পার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরি, জেলাশাসক পোন্নাবলম এস, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছাড়াও পুলিশ আধিকারিক ও দুর্গাপুর মহকুমার সমস্ত পুজো কমিটি। পুলিশ কমিশনার বলেন, কীভাবে সুষ্ঠুভাবে পুজো পরিচালনা করতে হবে সেই বিষয়ে সমস্ত দুর্গাপূজা কমিটিকে নিয়ে মিটিং করলাম। পুজোর সমস্ত গাইড লাইন নিয়ে আলোচনা হল। পুজো কমিটিগুলোর কী সমস্যা আছে এবং কীভাবে সে সব মেটাতে পারি সেটাও শুনলাম। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন ১২৩০ পুজো কমিটিকে রাজ্যের ১ লাখ ১০ হাজার টাকা অনুদানের চেক দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে।

আচমকা খনিতে জল

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলের বারাবনিতে ইসিএলের বেগুনিয়া খোলামুখ কয়লাখনিতে সোমবার আচমকা জল ঢুকে বিপত্তি ঘটল। খনিতে জল ঢোকার সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে জানা গিয়েছে, ইসিএলের গৌরান্ডী খোলামুখ খনিতে হু হু করে জল ঢুকে পড়ে ওই খনির উঁচু এলাকা থেকে। সেখানকার জমা জলই ঢুকে পড়ে ইসিএলের ওই খোলা মুখ খনির ভিতরে। জল ঢোকার ফলে ওই খনি চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা ৩টি কয়লার গাড়ি সেই জলের মধ্যে আটকে পড়ে। আর সেই ঘটনারই একটি ভিডিও সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যদিও খনিতে জল ঢোকার এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানা যায়। তবে খনি চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

পুজোর আগে দুগ্ধচাষিদের ১৪ লক্ষ বোনাস সমবায় সমিতির নয়া বোর্ডের

সংবাদদাতা, ডেবরা : সামনেই পুজো। আর তার আগেই বোনাস পেলেন দুগ্ধচাষিরা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের গোলগ্রাম সমবায় সমিতির তৃণমূল পরিচালিত নতুন বোর্ড গঠন হয়েছে সম্প্রতি। আর সেই বোর্ড গঠন হওয়ার পরেই দুগ্ধ সমবায় সমিতির লভ্যাংশ থেকে প্রায় ৪৫০ জন দুগ্ধচাষির হাতে এবার প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার বোনাস তুলে দিল সমবায় সমিতির নয়া বোর্ড তথা সমিতির কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে কেউ পাচ্ছেন ১০ হাজার, কেউ ৫ হাজার। আবার কেউ ২ হাজার, কেউ কেউ ১ হাজার টাকা করেও পুজোর বোনাস পেয়েছেন। পুজোর মুখে হাতে এই টাকা পেয়ে খুশি এই সমবায়ের অধীন দুগ্ধচাষিরা।

■ দুগ্ধচাষির হাতে বোনাসের টাকা দেওয়া হল।

বাঁকুড়ায় বিলি হল রাজ্যের পুজো অনুদান

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়ার রবীন্দ্রভবনের অনুষ্ঠানে সোমবার রাজ্য সরকারের দেওয়া পুজো অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হল কমিটিগুলির হাতে। এবার এই অনুদান বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা পুলিশ কর্তারা, বাঁকুড়ার সাংসদ-সহ পুজো কমিটির সদস্যরা।

কয়েক কোটি হাতিয়ে উধাও কোর্টের নির্দেশে দোকানে তালা

সংবাদদাতা, বেলদা : কোটি কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের অভিযোগে আদালতের নির্দেশে সিল করে দেওয়া হল পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার ডিএন ব্রাদার্স সোনার দোকান। এই দোকানের মালিকের নামে কোটি কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। জানা যায়, দোকানে পুরনো সোনার গয়নার পরিবর্তে নতুন সোনার জিনিস বানাতে দিয়ে যাওয়া একাধিক ব্যক্তির সোনা ফেরত দিতে পারেনি ওই ব্যবসায়ী। সোনার গয়না চাইতে এলে একাধিক অজুহাত দেখানো হয়। এরপর বেশ কিছুদিন আর দোকানে আসতে দেখা যায়নি মালিককে। দোকান বন্ধ ছিল। বাড়িতেও দেখা মেলেনি স্বর্ণ ব্যবসায়ীর। বাড়ি এবং দোকান বন্ধ করে ওই ব্যবসায়ী পালায় বলে অভিযোগ। সোমবার আদালতের নির্দেশে বিডিও কৌশিক প্রামাণিকের উপস্থিতিতে পুলিশি সহযোগিতায় সিল করে দেওয়া হয় তার দোকানটি। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা দেখা যায় স্থানীয় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। নিখোঁজ ওই প্রতারক ব্যবসায়ীকে ধরার জন্য জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে বেলদা থানার পুলিশ।

■ কোর্টের নির্দেশে বেলদার সোনার দোকান সিল করে দিল স্থানীয় পুলিশ। সোমবার।

জিতাষ্টমী পেরোতেই শুরু হল পঞ্চকোট রাজপরিবারের পুজো

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বোধনের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল সোমবারই। অনন্ত পুরুলিয়ার কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজ পরিবারের দুর্গাপুজোয়। প্রাচীন রীতি মেনে এখানে রাজরাজেশ্বরী দুর্গার পুজো শুরু হয় জিতাষ্টমীর পরের দিন। টানা পক্ষকাল ধরে চলে পুজো। শেষ হয় মহানবমীতে। দশমীতে দেবীর বিসর্জন। সেই নিয়ম মেনেই সোমবার কাশীপুরের এই রাজ পরিবারের দেবীবাড়িতে শুরু হয়ে গেল পুজো। এদিন থেকে রোজ ছাগবলি হবে মন্দিরে। রাজপুরুষরা হলুদ ধুতি পরে পুজোয় অংশগ্রহণ করবেন। আসলে সেই ৮০ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চকোট রাজারা যখন এখানে রাজত্ব শুরু করেন, তখন তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন তাঁদের কু লদেবী অষ্টভূজা রাজরাজেশ্বরীকে।

পুরুলিয়া দীর্ঘদিন পর সেই দেবীর পাশাপাশি দশভুজা দুর্গার পুজো শুরু হয়। তবে রাজরাজেশ্বরীর পুজোর রীতি মেনেই সেই পুজো শুরু হয় জিতাষ্টমীর পরদিন। পঞ্চকোট রাজবাড়ি, রাজপরিবার এবং পঞ্চকোট এলাকাকে ঘিরে থাকা গ্রামগুলি পুজোয় মেতে ওঠে। এই পুজোর আরও একটি বিশেষত্ব হল, এখানে প্রতিমায় দুটি অতিরিক্ত মূর্তি থাকে, জয়া ও বিজয়া। এঁরা দেবীর অষ্টসখীর অন্যতম। পঞ্চকোট রাজপরিবারের সদস্য সোমেশ্বর লাল সিংহ দেও জানান, পুজোয় টানা পনেরো দিন রাজপরিবারের সকলে মন্দিরে যান। সেখানেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। শতকের পর শতক পেরিয়ে গেলেও এই নিয়মের কখনওই ব্যতিক্রম হয়নি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট ব্লকের নতুনহাটে সোমবার এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মারা যান দু'জন। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও দু'জন

আমার বাংলা

16 September, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

ঋকবেদের বার্তা উপলব্ধি করেই মুখ্যমন্ত্রী মানুষের জন্য এনেছেন আমাদের পাড়া কর্মসূচি, নদিয়ায় শোভনদেব

সংবাদদাতা, নদিয়া : আজ থেকে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে ঋকবেদ বলেছিল, স্থানীয় সমস্যা স্থানীয় স্তরেই মেটানোর কথা। সেই বিষয়টি আমাদের দেশের পরিচালকরা কেউ বুঝতেই পারেননি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঋকবেদের এই বার্তা ও কর্ম বিশ্লেষণটি উপলব্ধি করেই তাকে আরও সময়োপযোগী করে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিটি বাংলার মানুষের জন্য চালু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত এই কর্মসূচিতে সোমবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর ২ ব্লকে এসে এই কথা বললেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এই প্রকল্পে বিভিন্ন জেলায় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নদিয়ায় দায়িত্ব দিয়েছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। কৃষ্ণনগর ২ ব্লকের অন্তর্গত নোয়াপাড়ার গৌরনগর প্রাইমারি স্কুলে বেলা ১১টা থেকে শুরু হওয়া কর্মসূচির পুরোটাই পর্যবেক্ষণ করেন শোভনদেববাবু। কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসা সাধারণ মানুষদের সমস্যার কথাও শোনেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নদিয়ার সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) অনুপকুমার দত্ত ও জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ সিরাজ শেখ-সহ অন্যরা। এই কর্মসূচিতে মানুষের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্যের দুই মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিনব প্রকল্পের কথা তুলে ধরে এর সুবিধা যাতে বাংলার প্রতিটি এলাকার মানুষ পান, সেই ব্যাপারে প্রশাসনকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন। মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস এই প্রকল্প উদ্ভাবনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

■ কৃষ্ণনগরের নোয়াপাড়ায় ভিড়ে ঠাসা পাড়া শিবিরে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ডানদিকে, বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী। পাশে আর এক মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, সভাধিপতি প্রমুখ।

পুজোর উপহার

প্রতিবেদন : আসন্ন শারদীয় উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রান্তিক শিশু-কিশোরদের নতুন পোশাক ও পুরুলিয়ার একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মা-বোনেদের জন্য খাদ্যসামগ্রী ও নতুন শাড়ি উপহারের ব্যবস্থা করে হৃদয়পুর নবসোপান। সংগঠনের উপদেষ্টা জয়ন্ত বিশ্বাস, নবদ্যুতি পাল, স্বরূপ সেন চৌধুরি, প্রদীপ দে , মাধব দাস, সৌভিক ঘোষ, নীল শীল ও অন্যরা পুজোর এই উপহার এলাকার মহিলা ও শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দিলেন এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শতাধিক পাড়া শিবির পরিদর্শন বিধায়ক বিকাশের

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মানুষের স্থানীয় সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির ঘোষণা করেন বেশ কিছুদিন আগে। বিধায়কদের পর্যবেক্ষণে এই শিবিরগুলো চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সিউড়ি বিধানসভার প্রতিটি শিবির পরিদর্শন করে নজির গড়লেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। বিধানসভার অধিবেশন চলার দিনগুলো বাদে রোজই তিনি সকালে পৌঁছে যাচ্ছেন আমাদের পাড়া শিবিরে। দিনভর সাধারণ মানুষের থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন। এলাকায় কোন কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে জেনে নিচ্ছেন। সমস্যার গুরুত্ব বুঝে তার সমাধান করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। বিধায়ক জানান, ইতিমধ্যে একশোর বেশি আমাদের পাড়া শিবির পরিদর্শন করেছেন তিনি। জানান, মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত এই সব শিবির সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। মানুষের সমস্যা কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সে বিষয়ে উপায় বাতলে দেন। এই ধরনের কর্মসূচি চালু হয়েছে বলেই সাধারণ মানুষ শিবিরে এসে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত কর্মসূচিগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে উদ্দীপনাও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষ তাঁর এই পদক্ষেপগুলোর প্রশংসা করছেন। মানুষ তাদের সমস্যা আমাদের সামনে তুলে নিয়ে আসতে পারছেন। সেই সব সমস্যা আমরা দায়িত্ব নিয়ে সমাধান করে দিচ্ছি। তাই বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতি নির্বাচনে দু'হাতে আশীর্বাদ করছেন।

■ সিউড়ির পাড়া শিবির পরিদর্শনে বিকাশ রায়চৌধুরি।

পুজোয় প্রতিদিন আলাদা বোল তোলেন পাঁড়দ্দা গ্রামের ঢাকিরা

■ বলরামপুরের পাঁড়দ্দা গ্রামে চলছে ঢাকিদের প্রস্তুতি।

সঞ্জিত গোস্বামী • পুরুলিয়া

পুজো মানেই ঢাকের বোল, ধুনুচি নাচ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রতিমা দর্শন। উৎসবের দিনগুলিতে মণ্ডপ জুড়ে থাকে ঢাকের বাদ্যি। পুজোর মুখে তাই এখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার পাঁড়দ্দা, আড়শা থানার বড়াম প্রভৃতি গ্রামে। এবছর মাঝে মাঝে বৃষ্টি, মেঘলা আবহাওয়া ভাবাচ্ছে ঢাকিদের। কিন্তু বংশ পরম্পরায় যে কাজ তাঁরা করে আসছেন, তা করতেই হবে। তাই চলছে ঢাক সাজানো, ঢাকে সুর বাঁধা, ঢাকের মহড়া। গোটা পাঁড়দ্দা গ্রাম এখন ব্যস্ত ঢাকের পরিচর্যায়। গ্রামের একশোর বেশি তরুণ পুজোয় ঢাক বাজাতে যাবেন কলকাতা, দিল্লি, রাঁচি-সহ দেশের বিভিন্ন বড় শহরে। প্রস্তুতি না নিলে বাংলার ঢাকির মান থাকবে না। আসলে এই পাঁড়দ্দা গ্রামে প্রখ্যাত ঢাকি ও নাটুয়া শিল্পী হাড়িরাম কালিন্দীর বাড়ি। তিনি প্রয়াত হলেও তাঁর শিল্প ধরে রেখেছেন বীরেন কালিন্দী, ডাক্তার কালিন্দী প্রমুখ। তাঁরা বলেন, দেশের যেখানেই যান, বড় মণ্ডপে বাংলার ঢাকিকেই পাবেন। পুজোর ক'দিন এক-একদিনের জন্য এক-একরকম বোল তুলতে হয়। মহাষ্টমীর সন্ধিলগ্ন পেরিয়ে গেলেই ছন্দ বদলে যায়। কারণ মহিষাসুরকে বধ করে রণচণ্ডী প্রলয় নৃত্য করেছিলেন। বাংলার ঢাকি ছাড়া কেউ এই বোল বদলে ঢাক বাজাতে পারেন না। বীরেন বলেন, চাষের কাজ শেষ হলেই দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা ঢাক নামিয়ে সাজানো শুরু হয়। নিয়মিত রোদে রাখা হয় ঢাক। বড়াম গ্রামের গৌরাঙ্গ কালিন্দী বলেন, পুজোয় সবাই যখন ঢাকের তালে নেচে ওঠেন, তখন ঢাকি পরিবারগুলি থাকে পুরুষশূন্য। মহিলারা অপেক্ষা করেন ঢাকিদের বাড়ি ফেরার জন্য। তাঁরা ফিরলে নতুন জামাকাপড় হয়। পুজোর পরে উজ্জ্বল হয় ঢাকি গ্রাম। সেজন্য ঢাকিদের সুনাম বজায় রাখতে হয়। মহড়া না দিলে চলে না। সেই প্রস্তুতিতে ঢাকের বাজনায় মুখরিত এখন ঢাকি গ্রাম। বলা যেতেই পারে, ওঁরাই প্রথম দেবীর আবাহন শুরু করেন। মানভূমের কাশের বন দুলতে থাকে সেই আগমনীর আনন্দে।

অবশেষে শুরু হল গেঁওখালি থেকে নুরপুরের ফেরি সার্ভিস

সংবাদদাতা, গেঁওখালি : গত কয়েকদিন আগে নদীবাঁধের রাস্তায় ফাটলের জেরে বন্ধ ছিল গেঁওখালি-নুরপুর ফেরি সার্ভিস। সোমবার থেকে ফের চালু হল জলপথে এই ফেরি পরিষেবা। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এদিন সকাল ৫.৫৫ মিনিটে গেঁওখালির দিক থেকে একটি লঞ্চ নুরপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়। অপরদিকে নুরপুর থেকে সকাল ৬.২০ মিনিটে প্রথম গেঁওখালির দিকে একটি লঞ্চ রওনা দেয়। পূর্বনির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী এদিন ৫০ জনের কম যাত্রী নিয়ে লঞ্চ পারাপার হয়। এছাড়াও লঞ্চে মোটর বাইক পরিবহণ ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যেহেতু নদীবাঁধের রাস্তায় ফাটল দেখা দিয়েছিল সেই কারণে দুটি জেটিতেই পুলিশি নিরাপত্তা ছিল নজরকাড়া। দীর্ঘ প্রায় এক সপ্তাহ ফেরি চলাচল বন্ধ থাকার পর রবিবার নুরপুরে পোর্ট ট্রাস্টের তরফে ফেরি চলাচল নিয়ে বিশেষ বৈঠক হয়। তার পরই সোমবার পরীক্ষামূলকভাবে দুটি লঞ্চ চালানো হয়। এরপর সোমবার সকাল থেকে যাত্রীদের জন্য এই ফেরি পরিষেবা চলতে শুরু করে। ফলে একপ্রকার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে নিত্যযাত্রীদের মধ্যেও। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একাংশের মানুষ কলকাতা যাওয়ার জন্য এই ফেরি পরিষেবাকেই বেছে নেন। গত কয়েকদিন ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় তাঁদের ঘুরপথে বেশি সময় খরচ করে যাতায়াত করতে হত। তবে বেশি রাত পর্যন্ত বর্তমানে লঞ্চ না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। আপাতত গেঁওখালি থেকে শেষ লঞ্চ ছাড়বে বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে। নুরপুর থেকে শেষ লঞ্চ সন্ধ্যা ৬টায়। সোমবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই ফেরি চলাচল করে। ম্যানেজার অশোক পাল বলেন, প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফের লঞ্চ পরিষেবা শুরু হল। এতে নিত্যযাত্রীরা অনেকটাই সুবিধা পাবেন।

■ গেঁওখালিতে ফেরি চলতেই মানুষের ভিড়।

১০
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

16 September, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চা-মহল্লায় শিবির, পরিষেবা পেয়ে আপ্লুত আদিবাসীরা

■ শিবিরের উদ্বোধনে মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিলা চা বাগানে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে এক ভিন্নমাত্রার আবহ তৈরি হল। ১১০, ১১১ ও ১১২ নম্বর বুথে আয়োজিত এই শিবিরে মাদলের তালে তালে আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আবারও প্রমাণ করল, উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখাই তাদের অঙ্গীকার। মন্ত্রী বলেন, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। এখানে প্রতিটি মানুষের সমস্যা শোনা হচ্ছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ আদিবাসী ভাইবোনদের সাথে মাদল বাজিয়ে আমি একাত্মতা খুঁজে পেলাম। আমাদের সরকার শুধু উন্নয়নই নয়, মানুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও সমান মর্যাদা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। মন্ত্রীর পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা, মালবাজারের এসডিও শুভম কুন্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ গণেশ রায়, জেলা পরিষদের সদস্য ফিরোজ নুর পাটোয়ারি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, বিডিও নাগরাকাটা পঙ্কজ কোনার-সহ প্রধান, উপপ্রধান ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিজেপির বিদ্বেষের প্রতিবাদে মিছিল

সংবাদদাতা, মালদহ : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষায় রতুয়া জুড়ে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। রতুয়া ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের ডাকে সোমবার অনুষ্ঠিত হল প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের উপর 'অত্যাচার'-এর অভিযোগ তুলে এদিন জেলা নেতৃত্বের বার্তা, বাংলা ও বাঙালির অধিকার নিয়ে কেউ খেলতে পারবে না। ব্লকের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে মিছিলের পর পথসভায় বক্তব্য রাখেন মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি। তাঁর সাফ কথা, বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনও দমননীতি বাংলাকে দমাতে পারবে না। মঞ্চে ছিলেন বিধায়ক সমর মুখার্জি, ব্লক সভাপতি অজয় সিনহা, আইএনটিটিইউসি সভাপতি আবু সোয়েব, মালদহ জেলা পরিষদ সদস্য রিয়াজুল করিম বক্সি, মঙ্গলি চৌধুরী, ফজলুর হক, রুকসানা খাতুন-সহ অন্যরা।

■ প্রতিবাদের পোস্টার হাতে মিছিলের নেতৃত্বে জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি। আছেন দলীয় নেতৃত্বরা।

এসসি-এসটি সার্টিফিকেট

(প্রথম পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রী এ-বিষয়ে মুখ্যসচিবকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে, তফসিলি জাতির ভুয়ো শংসাপত্র রুখতে কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই ১২০০-র বেশি ভুয়ো শংসাপত্র বাতিল হয়েছে বলে জানিয়েছেন অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক। তবে ন্যায্য প্রাপকদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের ভুল আর যেন না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এছাড়া, তফসিলি জাতিভুক্তরা যাতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পান, তার জন্য আরও বেশি প্রচারে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে এদিনের বৈঠকে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের গত ১৪ বছরের উদ্যোগগুলিও তুলে ধরেন। পরে এক ফেসবুক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠনের পর থেকেই তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের উন্নয়নে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০১০-'১১ সালে যেখানে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৬০ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৬১ কোটি টাকায়। এই সময়কালে প্রায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষের বেশি জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় এক কোটি শংসাপত্র তফসিলি জাতিভুক্তদের। আবেদন করার পর শংসাপত্র দেওয়ার সময়সীমাও ৮ সপ্তাহ থেকে কমিয়ে ৪ সপ্তাহ করা হয়েছে।

পিজির 'অনন্য'র উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই পরিষেবা এখন সকলের জন্য উন্মুক্ত। 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' মডেলে পরিচালিত উডবার্ন ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই তিন ধরনের কেবিন চালু রয়েছে। এবার এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে উডবার্ন ২। সিঙ্গল, ডাবল ও স্যুইট মিলিয়ে অভিন্ন একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার।

সরকারি হাসপাতালে বেসরকারি ধাঁচের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ অনেক রোগীই পছন্দ করেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা অতিরিক্ত খরচ করতেও রাজি থাকেন। ফলে এসএসকেএম চত্বরে নতুন প্রাইভেট কেবিন বিল্ডিং তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কর্তাদের আশা, উডবার্ন ২-এ চিকিৎসার খরচ সাধ্যের মধ্যেই থাকবে এবং রোগীদের চাহিদা পূরণ করবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের পাশাপাশি চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্বাস্থ্য বিমার ক্যাশলেস পরিষেবাও মিলবে এই নতুন ভবনে। এসএসকেএমের বহির্বিভাগ বা জরুরি বিভাগে আসা যে কোনও রোগী ইচ্ছা প্রকাশ করলে উডবার্ন ২-এ ভর্তি হতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন উডবার্ন ওয়ার্ডের উদ্বোধনের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন। তার মধ্যে অন্যতম সূর্যপুর সেতুর উদ্বোধন। এই সেতুর উদ্বোধনস্থলে উপস্থিত থাকবেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ওয়াকফ : কোর্টে ধাক্কা কেন্দ্রের

(প্রথম পাতার পর) পালনের নিয়মেও এদিন স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। শুধু তাই নয়, আদালতের নির্দেশ, কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ডে ৪ জনের বেশি অমুসলিম থাকতে পারবে না। রাজ্যস্তরে সেই সংখ্যা হবে ৩। তবে ওয়াকফের সিইও যতদূর সম্ভব মুসলিম সম্প্রদায়ের হতে হবে। জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চে এদিন সব ক'টি মামলার শুনানি হয় এক সঙ্গে। সোমবার এই মামলায় অন্তর্বর্তী রায়দান করতে গিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে, ওয়াকফ আইন নিয়ে যথেচ্ছাচার করতে পারবে না কেন্দ্রীয় সরকার।

পুলিশে আস্থা, খুনের মামলা

(প্রথম পাতার পর) এই কারণে সেদিন যারা অনামিকাকে ডেকেছিল, তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবিও তিনি জানান। অনেকেই ছাত্রী মদ্যপ ছিলেন বলে প্রশ্ন তুলেছেন। সেই প্রশ্নেরও নিরসন করেছেন বাবা অর্ণব মণ্ডল। বলেছেন, আমার মেয়ে মদ্যপান করত না। যদি ভিসেরা রিপোর্টে দেখা যায় মদ্যপানের চিহ্ন, তাহলে ধরে নিতে হবে তাকে জোর করে খাওয়ানো হয়েছিল। হোমিসাইড শাখা তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তে স্পষ্ট হয়েছে, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে অনামিকার। ইতিমধ্যে অনামিকার সহপাঠী ও বন্ধুদের তালিকা তৈরি করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম হুঁশিয়ারি

(প্রথম পাতার পর)

তবে সেক্ষেত্রে এসআইআর সংক্রান্ত সব মামলা একসাথে শোনা হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে, সেদিনই বিশেষ রিভিশন প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে আদালত চূড়ান্ত রায় দেবে। বিচারপতি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বিশ্বাস করছে যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন আইন এবং পদ্ধতি মেনে এগোচ্ছে। সেক্ষেত্রে কোথাও যদি বেআইনি কিছু সামনে আসে তাহলে গোটা প্রক্রিয়া আদালত বাতিল করতে বাধ্য হবে।

জোড়া বৈঠকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক

(প্রথম পাতার পর)

তার পরেও ফলাফল এরকম কেন? জানতে চান অভিষেক। জেলার শীর্ষ নেতাদের এর কারণ খুঁজে বার করে মানুষকে নিয়ে এগিয়ে চলার নির্দেশ দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে পুরুলিয়ায় ভাল ফল হয়নি দলের। যাদের ভাল ফল হয়েছে, সেই বিজেপির আবার আশি শতাংশ বুথে কর্মীই নেই! তাতে স্পষ্ট, নিজেদের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ার ৯টি আসনের মধ্যে মাত্র তিনটিতে জয় পেয়েছিল দল। লোকসভাতেও পরাজয় হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, সাংগঠনিক দুর্বলতা হয়তো ছিল। অন্য সমস্যাগুলিও দেখছে দল। আমরা সকলেই তৃণমূল কর্মী। তাহলে এমন দুর্বলতা থাকতে পারে না। সংগঠনকে সক্রিয় করতে এবার আরও তৎপর হচ্ছেন শীর্ষ নেতৃত্ব।

জানা গিয়েছে, এদিন বৈঠকে অভিষেক একদিকে যেমন পুরোনো কর্মীদের সক্রিয় করতে বলেন, অন্যদিকে তেমনই তরুণদের গুরুত্ব দিতে বলেন। সকলে তৃণমূল, সকলে

■ পুরুলিয়া সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি।

কর্মী, কেউ নেতা নন, এই মন্ত্রে দলকে নতুন উদ্যম নিতে বলেন তিনি। একইসঙ্গে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান', রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রচারে জোর, বুথে বুথে মানুষের কাছে যাওয়া, নিবিড় জনসংযোগ-সহ একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন। টাউন-ব্লক সভাপতি পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনা হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দল। সভায় ছিলেন জেলা চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাত, সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, যুব সভাপতি গৌরব সিং, মহিলা সভানেত্রী মিনু বাউরি। আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল ও বীরভূমের কোর কমিটির সদস্যরা ছিলেন দ্বিতীয় দফার বৈঠকে।

বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ জানিয়েছেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূম জেলার ১১টি আসনে কীভাবে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে সে-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আমাদের কাছ থেকে জেলার বিষয়ে বিভিন্নরকম তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনিও বিভিন্নরকম তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বীরভূম জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, কোর কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই। তবে একটি বড় পরিবারে সদস্যদের মধ্যে কোথাও কোথাও মনোমালিন্য হতে পারে, সেটা অবশ্যই সাময়িক। আমরা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই বীরভূম জেলায় সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এর মধ্যে কোনও প্রশ্নচিহ্ন নেই। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটি একসঙ্গে পথে নেমে বিরোধীদের অপপ্রচারের মোকাবিলা করবে। বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় একই সুরে বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বীরভূমের ১১টি আসনে প্রার্থী হিসেবে যাঁদের নাম ঘোষণা করবেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের হয়েই ভোট প্রচার করবে। বীরভূম জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে বীরভূমের জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কাউকে ভাবে না। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭০টিরও বেশি জনমুখী প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান মানুষের কাছে তুলে ধরব। আজকের বৈঠক থেকে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, ২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১১টি আসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দেব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গুজরাত হাইকোর্টে বোমাতঙ্ক। জুন মাস থেকে এই নিয়ে চারবার। কে বা কারা সোমবার কর্তৃপক্ষকে ই-মেলে জানায়, বোমা রাখা আছে হাইকোর্ট চত্বরে। অনেক তল্লাশিতেও অবশ্য কিছুই পাওয়া যায়নি

দিল্লি দরবার

16 September 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

শিশুকে নিয়ে ফেরার রুশ বধূ

গাফিলতির জন্য দিল্লি পুলিশকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি: চন্দননগরের রুশ বধূর শিশুকে নিয়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনার জন্য দিল্লি পুলিশকেই দায়ী করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার এই কারণে দিল্লি পুলিশকে তীব্র ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত। পুলিশের দিকে আঙুল তুলে আদালত সরাসরি বলল, আপনাদের জন্য অপহৃত হয়েছে শিশু। শিশুর অপহরণের জন্য দিল্লি পুলিশও সমানভাবে দায়ী। তারা কর্তব্য পালন করেননি বলেই শিশুটিকে অপহরণ করা সম্ভব হয়েছে। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্যর বাগচীর বেঞ্চ এদিন কড়া ভাষায় জানিয়ে দেয়, শিশুটিকে কীভাবে আদালতের হেফাজতে ফিরে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে পথ খুঁজতে হবে দিল্লি পুলিশ ও বিদেশমন্ত্রককেই।

রুশ মহিলা ভিক্টোরিয়া বসু ও তাঁর শিশুসন্তানের এখনও নাগাল পায়নি দিল্লি পুলিশ। সোমবার বিদেশ মন্ত্রক ও দিল্লি পুলিশের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে তা দেখে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তদন্তে গাফিলতির প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালতের অবহৃত সন্তানকে হেফাজতে ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে দ্রুত নির্দেশে বলে সুপ্রিম কোর্ট। আর সময় নষ্ট নয়, দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এদিন জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ''রুশ দূতাবাসের যে কর্মী ভিক্টোরিয়াকে সাহায্য করেছেন দেশ ছেড়ে পালাতে, সেই কর্মীকে প্রয়োজনে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে পারে কি না, খতিয়ে দেখুক দিল্লি পুলিশ। এই ব্যক্তিকে জেরা করলে হয়তো অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। তবে এই বিষয়ে আদালত কোনও অর্ডার দেবে না।'' পর্যবেক্ষণে মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্তর। ভারত ও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক বহু পুরনো। এই সম্পর্কের খাতিরেই ভারত সরকারকে নিশ্চয়ই সহায়তা করবে রাশিয়া, পর্যবেক্ষণে আশাপ্রকাশ করেছেন বিচারপতি সূর্য কান্ত।

এদিন অপহৃত শিশুর বাবা সৈকত বসু একটি বন্ধ খামে কিছু তথ্য দিয়েছেন আদালতকে। যেখানে হংকংয়ের একটি সংস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন বিচারপতিরা।

কর্মস্থলে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইন
প্রযোজ্য নয় রাজনৈতিক দলে: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: রাজনৈতিক দল কোনও কর্মস্থল নয়। সেই কারণেই কর্মস্থলে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইন রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। সোমবার স্পষ্টভাষায় এ-কথা জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন ৩ বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু রাজনৈতিক দল কোনও কর্মস্থল নয়, তাই দলের সদস্যরা কর্মচারী নন। রাজনৈতিক দলের মহিলা কর্মীদের কেন কর্মস্থলে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইনের আওতায় আনা হবে না, সেই প্রশ্ন তুলে মামলা দায়ের করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সোমবার সেই আর্জি খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্র এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ। বেঞ্চের যুক্তি, এই ধরনের বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার অর্থ, প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেওয়া।

অপরাধীকে এখনও খুঁজে বের করতে পারল না অপদার্থ গেরুয়া পুলিশ

মাত্রাছাড়া নিষ্ঠুরতা যোগীরাজ্যে
পুঁতে দেওয়া হল জীবন্ত সদ্যোজাতকে

লখনউ: এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হল মোদিরাজ্য। বিজেপির শাসনে প্রশাসনিক বাঁধন কতটা আলগা হয়ে গিয়েছে তা প্রমাণিত হল আরও একবার। মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে দেওয়া হল এক সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে। বয়স বড়জোর ১৫ দিন। শাহজাহনপুরের এক গ্রাম থেকে রবিবার উদ্ধার করা হয় সদ্যোজাতকে। অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। কে বা কারা এই চরম নিষ্ঠুরতা দেখাল তা এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি গেরুয়া পুলিশ। যোগীর জঙ্গলরাজে খুন-ধর্ষণ, তন্ত্রের নামে নরবলি সহ নানা অপরাধ নতুন কিছু না হলেও জীবন্ত সদ্যোজাতকে এমন নিষ্ঠুরভাবে পুঁতে দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম।

ঘটনাস্থল শাহজাহানপুরের গোদাপুর গ্রাম। রবিবার গ্রামেরই এক বাসিন্দার চোখে পড়ে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ভেসে আসছিল এক সদ্যোজাতের কান্নার শব্দ। মাঠের মধ্যে সামান্য কিছুটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখা হয়েছে একটি দুধের শিশুকে। ছোট ছোট গাছের মাঝে মাটি থেকে বেরিয়েছিল দুটো কচি হাত। সঙ্গে সঙ্গে অন্য গ্রামবাসীদের ডেকে আনেন তিনি। খবর যায় পুলিশে। মাটি খুঁড়ে যখন তুলে আনা হয়, তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে সদ্যোজাত। কিন্তু বন্ধ হয়নি শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও অত্যাধুনিক চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে দ্রুত অন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আইসিইউতে মৃত্যুর সঙ্গে এখন লড়াই করছে ১৫ দিনের কন্যাসন্তান। কিন্তু এখনও গ্রেফতার হওয়া তো দূরের কথা, চিহ্নিত পর্যন্ত করা যায়নি অপরাধীদের। এই হল বিজেপির পুলিশ।

ইডিতে মিমি

নয়াদিল্লি: বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার নয়াদিল্লিতে ইডির সদর দফতরে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন সাংসদ অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। সকাল ১১টা নাগাদ ইডি সদর দফতরে উপস্থিত হন তিনি। রাত ৮টা ০৮ মিনিট নাগাদ জেরে শেষে ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। টলিউডের অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাকেও এই একই মামলায় মঙ্গলবার তলব করেছে ইডি। এদিনই তলব করা হয়েছে বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রৌতেলাকেও।

কোথায় শান্তি? মোদির সফর শেষ হতে না হতেই ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ মণিপুরে

ইম্ফল: মোদির সফর শেষ হতে না হতেই ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর। রবিবার রাতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর-পূর্বের এই পাহাড়ি রাজ্য। জ্বালিয়ে দেওয়া হল চূড়াচাঁদপুরের কুকি নেতা জিনজা ভুয়ালজঙের বাড়ি। কুকি জো কাউন্সিলের মুখপাত্র এই জিনজা। এরপরেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে প্রবল উত্তেজনা। ছিঁড়ে দেওয়া হয় মোদির পোস্টার। চলে ব্যাপক ভাঙচুর। এই ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করলে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ধৃতদের মুক্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করে শুরু হয় বিক্ষোভ।

অগ্নিগর্ভ মণিপুরে প্রধানমন্ত্রী পা রাখার প্রয়োজন মনে করেননি গত প্রায় আড়াই বছর। তারপরে তাঁর দায়সারা লোকদেখানো ঝটিকা সফর। যে ধরনের উন্নয়নের ঘোষণা তিনি করেছেন তাতে কোনওভাবেই মণিপুরের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়নের বার্তা নেই। বিরোধীদের অভিযোগ, যে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন তাতে পাহাড় থেকে কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ সমতলে এসে পরিষেবা পাবেন না। আবার সমতলের মানুষ বাণিজ্য বা অন্য প্রয়োজনে পাহাড়ে যেতে পারবে না। তবে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের কী অর্থ? কেনই বা কাঁড়িকাঁড়ি টাকার অপচয়?

শনিবার প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর সফরের অঙ্গ ছিল চূড়াচাঁদপুর এবং রাজধানী ইম্ফল। চূড়াচাঁদপুরে সভা চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলেছিলেন, এত দেরিতে কেন প্রধানমন্ত্রী তাদের রাজ্যে? শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? সেখানেই প্রধানমন্ত্রীর স্বাগত জানানো ব্যানার ছিঁড়েছিল স্থানীয় কিছু কুকি যুবক। প্রধানমন্ত্রীর মন রাখতে সেই যুবকদের গ্রেফতার করে মণিপুর প্রশাসন। এই ঘটনার জেরেই প্রধানমন্ত্রী মণিপুর ছেড়ে বেরোতেই উত্তপ্ত হয়ে পড়ে চূড়াচাঁদপুর। কুকি যুবকের গ্রেফতারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, পাথর ছোঁড়া শুরু হয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে। চূড়াচাঁদপুর থানা ঘেরাও করে কয়েকশো কুকি যুবক বিক্ষোভ দেখায়। চাপে পড়ে গ্রেফতার করা যুবকদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় মণিপুর পুলিশ। কার্যত শান্তি প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, পাহাড়ি রাজ্যটিকে আরও একবার অশান্ত করে মণিপুর ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

১০ বছরে কমেছে ৩ কিমি! গঙ্গোত্রীর দৈর্ঘ্য নিয়ে উদ্বেগ

দেরাদুন: চিন্তিত পরিবেশবিদরা। আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। কমে যাচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহর দৈর্ঘ্য। ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘতম এবং গুরুত্বপূর্ণ নদী গঙ্গা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভূতত্ত্ববিদ এবং হাইড্রোলজিস্টরা। বছরে গড়ে ৩০০ মিটার করে কমে যাচ্ছে গঙ্গা নদীর উৎস। অর্থাৎ গত ১০ বছরে গঙ্গার উৎস হিসেবে পরিচিত এই হিমবাহর দৈর্ঘ্য কমেছে কমপক্ষে তিন কিলোমিটার। গঙ্গোত্রী হিমবাহটি উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায় অবস্থিত। প্রায় ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে বিস্তৃত। এই হিমবাহ ভাগীরথী নদীর উৎস, যা পরবর্তীতে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গঙ্গার জন্ম হয়। ভূতত্ত্ববিদ এবং হাইড্রোলজিস্টদের মতে, গঙ্গোত্রী হিমবাহর দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ার সঙ্গে গঙ্গার স্বাস্থ্যের সম্পর্ক রয়েছে। গঙ্গা নদী যদি

অস্তিত্বের সংকটে পড়ে, তবে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং গঙ্গার জলে পুষ্ট দেশের জনবসতির ৭০ শতাংশের ভবিষ্যৎ নিয়েই টানাটানি পড়বে। বিশেষজ্ঞদের চিন্তা বাড়াচ্ছে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়াল সিস্টেম।

হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে আবহাওয়া ও ভূপ্রকৃতির বিন্যাসেও বড় পরিবর্তন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের তৈরি হাই রেজোলিউশন স্পেশাল প্রসেস ইন হাইড্রোলজি মডেল এই বিষয় নিশ্চিত করেছে। আইআইটি ইন্দোরের গ্লেসিও-হাইড্রো ক্লাইম্যাটিক ল্যাবের গবেষকরা ৪০ বছরের তথ্য সংগ্রহ করে তৈরি করেছেন মডেলটি।

এই হিমবাহটি গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যানের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রকেও সাহায্য করে, যা উচ্চ-সংরক্ষিত অঞ্চল। এটি স্নো লেপার্ড, হিমালয়ের নীল ভেড়া (ভারাল) এবং উত্তরাখণ্ডের পাখি হিমালয়া মোনাল-সহ বিরল প্রজাতির আশ্রয়স্থল।

খতম মাওবাদীদের শীর্ষনেতা-সহ তিন

নয়াদিল্লি: মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। সোমবার ভোরে মাওবাদীদের সেই অন্যতম শীর্ষনেতা সহদেব সোরেনকে ঝাড়খণ্ডে গুলি করে মারল যৌথবাহিনী। মৃত্যু হল তাঁর সঙ্গী আরও দুই মাওবাদী রঘুনাথ হেমব্রম ওরফে চঞ্চল এবং বীরসেন গাঞ্জু ওরফে রামখেলওয়ান। হাজারিবাগে গভীর জঙ্গলে তাঁরা যৌথবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে পালটা গুলি চালান জওয়ানরা। মৃত্যু হয় তিনজনের।

দেশ বিদেশ

16 September, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধর্মান্তরণ ইস্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য কর্নাটকের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার। তাঁর প্রশ্ন, যদি হিন্দু ধর্ম সকলকে সমান অধিকার দেয়, কোনও অস্পৃশ্যতা না থাকে, তাহলে এত ধর্মবদল কেন? মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি

সাদা তাঁবু খাটিয়ে কাজ শুরু নেপালের সুপ্রিম কোর্টে

অভ্যুত্থানে আদালতের ৬২ হাজার নথি পুড়ে ছাই!

কাঠমান্ডু: নেপালে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের সরানোর আন্দোলনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে জেন- জি'র নিয়ন্ত্রণহীন আন্দোলনে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার ডাক দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মামলার অসংখ্য নথি। আন্দোলনের নামে দেশজুড়ে এভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোয় সমালোচনার মুখে আন্দোলনকারীরা। চাপের মুখে পিছু হঠে ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির কাছে এজন্য ক্ষমা চেয়েছেন জেন-জি'র প্রতিনিধিরা। পরিস্থিতি এমনই যে নেপালের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষতিগ্রস্ত পোড়া ভবনে কাজ করা যাচ্ছে না। সোমবার সকালে নজিরবিহীনভাবে শীর্ষ আদালতের সামনে সাদা তাঁবু খাটিয়ে কাজ শুরু হয়। ওই তাঁবুর উপরে লেখা 'সুপ্রিম কোর্ট নেপাল'। জানা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে ছাই হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন মামলার ৬২ হাজার নথি! ফলে আগামিদিনে সেই মামলাগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে সকলেই অন্ধকারে। কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন নেপালের নেতা-মন্ত্রীদের বাসভবনে আগুন লাগানো ও লুঠপাট চালানো হয়। এছাড়াও সংসদ ভবন, সুপ্রিম কোর্ট, বিভিন্ন শহরের একাধিক পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভবন পোড়ানো হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। এক শতাংশে নেমে এসেছে জিডিপি। এই পরিস্থিতি থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা ফেরার চেষ্টা শুরু করেছে নেপাল। এদিন সুপ্রিম কোর্টে হামলার নিন্দা করেন প্রধান বিচারপতি প্রকাশমান সিংহ রাউত। পাশাপাশি তিনি বলেন, যেকোনও পরিস্থিতিতেই আমরা ন্যায়বিচারের পথ ধরে চলব। আদালতের কাজ বন্ধ থাকবে না।

শুল্ক-বিতর্ক মেটাতে দিল্লিতে বৈঠকে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন: বর্ধিত বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে বিতর্ক মেটাতে উদ্যোগ নিচ্ছে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভারত আলোচনার টেবিলে আসছে। এই মন্তব্যের পরই জানা যায় যে, মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা শুরু হতে চলেছে।

এই আলোচনা এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন কয়েক সপ্তাহ আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় রফতানির উপর কঠোর শুল্ক আরোপ করেছিলেন, যার ফলে গত অগাস্ট মাসে ভারতের রফতানি গত ৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান আলোচক এবং বিশেষ সচিব রাজেশ আগরওয়াল সাংবাদিকদের বলেন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র দ্রুতগতিতে বাণিজ্য আলোচনা শুরু করতে চলেছে। আগরওয়াল আরও জানান যে, দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ এই আলোচনার জন্য মঙ্গলবার একদিনের সফরে নয়াদিল্লি আসছেন। এক সপ্তাহ আগে, পিটার নাভারো 'রিয়েল আমেরিকাস ভয়েস' শো-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, ভারতকে একসময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় রাজি হতেই হবে, নতুবা দিল্লির জন্য পরিস্থিতি ভাল হবে না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুরেই তিনি ভারতকে শুল্কের মহারাজা বলে অভিহিত করেন। নাভারো অভিযোগ করেন যে, ইউক্রেন আক্রমণের আগে ভারত প্রায় কোনও তেলই রাশিয়া থেকে কিনত না এবং এখন তারা মুনাফা লাভের জন্য এই পদ্ধতিতে নেমেছে। তিনি আরও দাবি করেন যে, এর ফলে মার্কিন করদাতাদের এই সংঘাতের জন্য আরও অর্থ পাঠাতে হচ্ছে। গত মাসে ওয়াশিংটন রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানি কমানোর ভারতের অস্বীকৃতির কারণ দেখিয়ে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশে উন্নীত করেছিল। ট্রাম্প মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক শূন্য করার ভারতের পাল্টা প্রস্তাবকে 'অনেক দেরি হয়ে গেছে' বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে, গত সপ্তাহে সম্পর্কের উন্নতির কিছু লক্ষণ দেখা যায় যখন ট্রাম্প এবং মোদি পরস্পরের প্রশংসা করেন। এই ইতিবাচক মনোভাবই নতুন করে বাণিজ্য আলোচনার পথ খুলে দিয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন সুশীলা কার্কি

কাঠমান্ডু: নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি সোমবার নতুন মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করলেন। রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পোড়েলের কাছে শপথবাক্য পাঠ করেছেন কুলমান ঘিসিং, রামেশ্বরপ্রসাদ খানাল এবং ওমপ্রকাশ আরিয়াল। প্রধানমন্ত্রী সুশীলার সুপারিশে সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই তিনজনকে অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলে সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে। এদিকে শপথের পর অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টনের কাজও হয়েছে সোমবার। প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি নিজের হাতে বিদেশ, প্রতিরক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক রেখেছেন। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন রামেশ্বর প্রসাদ। কুলমানের হাতে, জ্বালানি, জলসম্পদ ও সেচ, পরিকাঠামো, পরিবহণ ও নগর উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্বরাষ্ট্র এবং আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী হয়েছেন ওমপ্রকাশ।

অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি আমরা কোনও নরম নীতি নেব না: ট্রাম্প

ওয়াশিংটন: সম্প্রতি টেক্সাসের ডালাসে ৫০ বছরের ভারতীয় নাগরিক চন্দ্র নাগমাল্লাইয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আর রেয়াত করা হবে না অপরাধীদের। ওই ভারতীয় হোটেল ব্যবসায়ীকে তাঁর স্ত্রী ও ছেলের সামনেই শিরশ্ছেদ করা হয়। ট্রাম্প তাঁর 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে এক কড়া বিবৃতিতে বলেছেন, নাগমাল্লাইয়াকে হত্যা করেছে এক অবৈধ অভিবাসী। ওই অবৈধ কিউবান অভিবাসীর আমাদের দেশে থাকাই উচিত ছিল না, সে নিষ্ঠুরভাবে শিরশ্ছেদ করেছে। নিহত ভারতীয় হোটেল ব্যবসায়ীকে ডালাসের এক সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন ট্রাম্প। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, অভিযুক্তকে আইনের পরিধিতে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে পূর্ণাঙ্গ কঠোরতায় বিচার করা হবে। ট্রাম্প জানান, চন্দ্র নাগমাল্লাইয়ার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত ভয়াবহ প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কে আমি অবগত। অবৈধ অভিবাসী অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি এর আগে শিশু যৌন নির্যাতন, গাড়ি চুরি এবং মিথ্যা কারাদণ্ডের মতো জঘন্য অপরাধের জন্য গ্রেফতার হয়েছিল। কিন্তু অযোগ্য জো বাইডেনের অধীনে তাকে আমাদের দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ কিউবা এমন একজন খারাপ লোককে নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নিতে চায়নি। অভিবাসীদের বিষয়ে তাঁর সরকার যে কড়া মনোভাব অব্যাহত রাখবে তা বোঝাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার তত্ত্বাবধানে এই অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের প্রতি নরম হওয়ার সময় শেষ। নিজের বিবৃতিতে ট্রাম্প জানান, ডালাসের ভারতীয় ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্তকে কঠোরতম আইনি পরিণতি ভোগ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে ফার্স্ট-ডিগ্রি খুনের অভিযোগ আনা হবে।

কেন্দ্রীয় উপসচিবকে পিষে দিল বিএমডব্লু

দিল্লিতে পথ দুর্ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

নয়াদিল্লি: রাজধানীতে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক নভজ্যোত সিং(৫২)। তিনি অর্থমন্ত্রকের উপসচিব পদে কর্মরত ছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর স্ত্রী সন্দীপ কৌর। রবিবার রাতে বাংলা সাহিব গুরুদ্বার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন দম্পতি। দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে হঠাৎ পিছন থেকে একটি বিএমডব্লু এসে তাঁদের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মারা যান নভজ্যোত সিং। দুর্ঘটনার পরে অভিযুক্ত গাড়ির আরোহীরা নভজ্যোত এবং তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যান ১৯ কিলোমিটার দূরে জিটিবি নগরের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই নভজ্যোতকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আহত সন্দীপ কৌর সেই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, ঘটনার সময় গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এক মহিলা, পাশে বসে ছিলেন তাঁর স্বামী। এই দুর্ঘটনাকে ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ তুলেছেন মৃত নভজ্যোতের ছেলে। তাঁর প্রশ্ন, বাবা-মাকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরের হাসপাতালে কেন নিয়ে গেল? কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো বাবাকে বাঁচানো যেত। তাঁর আরও অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও জানাতে অস্বীকার করেছে কে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। এরপরেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন তিনি। দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৩৮এ, ২৮১, ১২৫বি ও ১০৫ ধারায় গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘাতক গাড়ির চালক মহিলা গ্রেফতার। জানা গিয়েছে, ঝামেলা এড়াতে পারিবারিক হাসপাতালে ভর্তি করার উদ্দেশ্যেই গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও কাছের কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি আহতদের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেপ্টেম্বর জুড়ে আকাশের কোণে দেখা যাবে সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহ শনিকে। খালি চোখেই তা চাক্ষুষ করতে পারবেন আগ্রহীরা। এমনকী, চেষ্টা করলে শনির বলয়ের দেখাও মিলবে

সবে মিলি করি কাজ

নিউরন সংসদ : মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত নেবার এক জৈবিক গণতন্ত্র। এক গোপন সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা। লিখলেন **দীপ্র ভট্টাচার্য**

প্রতিদিন আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত নিই, তা কি কখনও ভেবে দেখেছি? কখন ঘুম থেকে উঠব, কী খাব, কোন পথ দিয়ে অফিস যাব— সবকিছুই যেন চলতে থাকে এক অন্তর্নিহিত নির্দেশে। কিন্তু সেই 'নির্দেশ' কে দেয়? মস্তিষ্ক? কিন্তু মস্তিষ্ক তো একটিই, তাহলে সেই নির্দেশ কি আসে কোনও 'নেতা'-নিউরনের কাছ থেকে? নাকি পুরো মস্তিষ্ক জুড়েই চলে এক ধরনের জৈবিক গণতন্ত্র?

সাম্প্রতিক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এর উত্তর দিয়েছেন। দেখতে একমুঠো জটিল কোষের গুচ্ছ, কিন্তু কাজ চলে নিখুঁত সমন্বয়ে। একটি সাধারণ ইঁদুরের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করতে

গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন জটিলতর সত্য— আমাদের মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত গঠনের পদ্ধতি অনেকটাই এক প্রকার অ্যানিম্যাল লার্নিং অ্যালগরিদম, যেখানে শেখা হয় অভিজ্ঞতা থেকে, বিশ্লেষণ চলে নিউরনের সম্মিলিত পরিশ্রমে এবং সিদ্ধান্ত আসে কোনও একক নেতার আদেশে নয় বরং সম্মতিসূচক কার্যক্রমে।

প্রাণীর মস্তিষ্কে লুকানো অ্যালগরিদম

আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI অনেকটাই নির্ভর করে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের উপর। বারবার চেষ্টা, ভুল ও সংশোধনের মাধ্যমে মেশিন শেখে— ডেটা থেকে। আশ্চর্যভাবে, প্রকৃতির সৃষ্টি হওয়া প্রাণীরাও ঠিক একই পদ্ধতিতে শেখে। সেটি প্রোগ্রাম করা হয় না, জন্মগতভাবেই গড়ে ওঠে তাদের নিউরাল নেটওয়ার্কের ভিতর। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, একটি ইঁদুর একটি নির্দিষ্ট কাজ— যেমন স্ক্রিনের বলটিকে মাঝখানে আনা যখন বহুবার করে, তখন সে কেবল দৃষ্টিশক্তির ওপর নির্ভর করে না, বরং, আগে কী ঘটেছে, কতবার কী খাবার পুরস্কার পেয়েছে— এই অভিজ্ঞতাগুলো তাকে শেখাচ্ছে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটিই অ্যানিম্যাল লার্নিং অ্যালগরিদম— যেখানে শেখার মাধ্যম হল অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্ত আসে সেই অভিজ্ঞতার 'স্মৃতি' থেকে। এটি অনেকটাই মানুষের শেখা ও বিচারক্ষমতার প্রাথমিক স্তর।

গণতান্ত্রিক এক স্নায়ুসমাজ

প্রচলিত ধারণায় আমরা মনে করি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কোনও অংশ— যেমন প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স— নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু নতুন গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। ইঁদুরের মস্তিষ্কে 'নিউরোপিক্সেল' প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কোনও একক অঞ্চল নয়, বরং বহু নিউরন একযোগে কাজ করে সিদ্ধান্ত তৈরি করে। ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে চাকা ঘোরানোর মুহূর্তে সবচেয়ে প্রথমে সক্রিয় হয় মস্তিষ্কের পেছনের অংশ, যেখানে ভিস্যুয়াল তথ্য বিশ্লেষিত হয়। তারপর একে একে যুক্ত হতে থাকে অন্যান্য অঞ্চল। কেউ বিশ্লেষণ করছে, কেউ তুলনা করছে, কেউ অভিজ্ঞতার স্মৃতি খুঁজে আনছে। এ যেন একটি সহযোগিতামূলক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মেলন, যেখানে সবাই নিজস্ব ভূমিকা পালন করে, কিন্তু কেউ নেতা নয়। এভাবেই মস্তিষ্কে চলে নেতৃত্বহীন সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়া।

অভিজ্ঞতাই হল অদৃশ্য গাইড

গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ মুহূর্ত আসে তখন, যখন স্ক্রিনে থাকা বলটি হঠাৎ করে মুছে দেওয়া হয়। বল দেখা যাচ্ছে না, তবু ইঁদুর সেই চাকা ঘুরিয়ে ঠিকঠাক মাঝখানে আনতে পারছে! এখানেই প্রমাণ হয়— ইঁদুর চোখে না দেখেও কাজ করছে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তার মস্তিষ্কে সেই অভিজ্ঞতা স্মৃতি হয়ে জমা আছে। নতুন সংকেত না আসলেও, সেই পুরনো ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা একে বলছেন, 'পূর্ব প্রত্যাশার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ'। এটি শুধু ইঁদুর নয়, মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটে প্রতিনিয়ত। আমরা অনেক সিদ্ধান্ত নিই না-জেনে, না-ভেবে, শুধুমাত্র অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। একে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেন বায়েসিয়ান ব্রেইন তত্ত্ব দিয়ে, যেখানে প্রতিটি নতুন সিদ্ধান্ত আসে পূর্বানুমানের মাধ্যমে।

সম্মিলিত বুদ্ধি বনাম একক সিদ্ধান্ত

আজকের সমাজে বা প্রযুক্তিতে, আমরা প্রায়ই নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বকেই কার্যকারিতা ভাবি। মনে করি, একক নেতার দিকনির্দেশই দ্রুত ফল আনে। কিন্তু মস্তিষ্ক দেখিয়ে দিল— একক নেতৃত্ব নয়, সম্মিলিত অংশগ্রহণই কার্যকর সিদ্ধান্তের ভিত্তি। এটি এক ধরনের যৌথ বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা, যা ভাগ করে দেওয়া আছে অথচ সমন্বিত। অনেকটা ঝাঁক বেঁধে মাছ চলার মতো— একেক-জন নেতৃত্ব নেয় কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু গন্তব্য নির্ধারিত হয় সম্মিলিতভাবে।

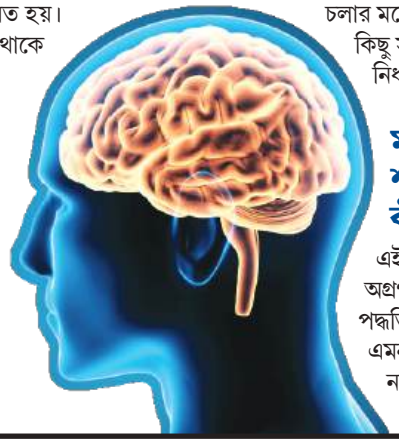

মস্তিষ্কের এই গোপন শৃঙ্খলা থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

এই গবেষণা শুধু স্নায়ুবিজ্ঞানের অগ্রগতি নয়, বরং আমাদের চিন্তার পদ্ধতি, প্রযুক্তি, সমাজগঠন, এমনকী নেতৃত্বের ধরন পর্যন্ত নতুনভাবে ভাবতে শেখায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও মেশিন লার্নিং

আজকের AI সিস্টেম অনেক সময় সিদ্ধান্ত নেয় বড় ডেটাসেট থেকে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন চিনে। কিন্তু মানব মস্তিষ্ক শুধু তথ্য বিশ্লেষণ করে না— সে অভিজ্ঞতা থেকে শেখে, ভুল থেকে শিক্ষা নেয় এবং একই সঙ্গে বহু উৎসের তথ্য বিচার করে সিদ্ধান্ত নেয়। ভবিষ্যতের AI-কে সত্যিকার অর্থে 'মানবসদৃশ' করতে হলে, মস্তিষ্কের এই সমন্বিত ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শেখার মডেল অনুকরণ করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও নিউরনের সমন্বয়

ডিপ্রেশন বা সিদ্ধান্তহীনতা অনেক সময় মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশ নয়, বরং নিউরনের মাঝে পারস্পরিক সমন্বয়ের গোলমালের ফল হতে পারে। এই গবেষণা সেই 'গণতান্ত্রিক' কার্যপ্রক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করবে, যা ভবিষ্যতের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাতে পারে।

আচরণ বিশ্লেষণ ও অভ্যাস

আমরা প্রতিদিন অসংখ্য সিদ্ধান্ত নিই, যার অনেকগুলোই যুক্তির চেয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়াকে বুঝলে মানুষের আচরণ ও সিদ্ধান্তের প্যাটার্ন ব্যাখ্যা করাও সহজ হবে।

নেতৃত্ব ও দলগত সিদ্ধান্ত

একক নেতৃত্ব নয়, বরং সম্মিলিত অংশগ্রহণই সবচেয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত এনে দেয়— যেমনটা মস্তিষ্কে প্রতিটি নিউরন করে। সমাজেও এই মডেল কার্যকর হতে পারে।

মাথার ভেতরের নিঃশব্দ সংলাপ

আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের জানিয়ে দিল— আমরা নিজের অজান্তেই চলি এক অদৃশ্য নেতৃত্বহীন সহবুদ্ধির নির্দেশে। প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি বিকল্প বিশ্লেষণ আসে হাজার হাজার নিউরনের সক্রিয় অংশগ্রহণে। এটি কেবল মস্তিষ্কের তথ্যপ্রক্রিয়ার এক নিখুঁত উদাহরণ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তের এক অন্তর্মুখী অনুশীলন।

পায়ের চোট সারিয়ে স্বাভাবিক হাঁটাচলা শুরু করে দিলেন ঋষভ পন্থ

ভ্যালেন্সিয়াকে ছ'গোলে বিধ্বস্ত করল বার্সেসোনা

লেয়নডস্কিকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

বার্সেলোনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : রায়ো ভায়োকানোর বিরুদ্ধে ড্রয়ের ধাক্কা সামলে ফের জয়ের সরণিতে বার্সেলোনা। লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়াকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। দু'টি করে গোল করেছেন রবার্ট লেয়নডস্কি, রাফিনহা এবং ফেরমিন লোপেজ।

নতুন করে তৈরি হওয়া হোম গ্রাউন্ড ক্যাম্প ন্যুতে এখনও খেলার অনুমতি পায়নি বার্সেলোনা। ফলে ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে হ্যান্সি ফ্লিকের দলকে খেলতে হয়েছে মাত্র ৬ হাজার আসনের জোহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে। মাঠ ছোট হলেও, বার্সার পারফরম্যান্সে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। চোটের জন্য লামিনে ইয়ামাল এই ম্যাচে ছিলেন না। তাঁর অভাব বুঝতেই দেননি বাকিরা। ২৯ মিনিটেই ফেরান তোরেসের পাস থেকে বল পেয়ে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লোপেজ। তবে বিরতির আগে আর কোনও গোলের দেখা পায়নি বার্সা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফ্লিক মাঠে নামিয়ে দেন রাফিনহাকে। ৫৩ মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের ক্রস থেকে ২-০ করেন রাফিনহা। তিন মিনিট পরেই লোপেজের গোলে ৩-০। এরপর পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমে ৭৬ ও ৮৬ মিনিটে জোড়া গোল করেন লেয়নডস্কি। তার আগেই ৬৬ মিনিটে দলের চতুর্থ তথা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন রাফিনহা। এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রইল বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।

পোপের বদলে ব্রুককে সহকারী নেতা ভাবা হচ্ছে

লন্ডন, ১৫ সেপ্টেম্বর : অলি পোপের বদলে হ্যারি ব্রুককে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের সহ অধিনায়ক করার ইঙ্গিত দিলেন কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। হয়তো সামনের অ্যাসেজেই এই বদল আসতে পারে। ২০২৩-এর মে মাসে পোপ এই দায়িত্ব পেয়েছিলেন। চোটের জন্য দলে না থাকায় এযাবৎ পাঁচবার তিনি ইংল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লম্বা ব্রেকের পর চোট সারিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে ফিরেছেন স্টোকস। বল হাতে দারুণ করেছেন তিনি। কিন্তু স্টোকসের কাউন্টি ডারহামের কোচ রায়ান ক্যাম্পবেল একশো শতাংশ নিশ্চিত নন যে ইংল্যান্ড অধিনায়ক অ্যাসেজে পাঁচ টেস্টেই খেলতে পারবেন। ২০১৫-র পর অস্ট্রেলিয়ায় কোনও অ্যাসেজ জিততে পারেনি ইংল্যান্ড।

পোপের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন যেমন উঠেছে তেমনই সাদা বলের ক্রিকেটে ব্রুকের নেতৃত্ব উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। ফলে ২১ নভেম্বর পারথে অ্যাসেজ শুরু হওয়ার পর স্টোকস কোনও ম্যাচে খেলতে না পারলে পোপের বদলে ব্রুককে নেতৃত্বের জন্য ভাবা হচ্ছে। এই আবহে ম্যাকালামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল পোপই অ্যাসেজে স্টোকসের ডেপুটি হচ্ছেন কি না, জবাবে ইংল্যান্ড কোচ জানান, আমরা এটা নিয়ে ভাবছি। অ্যাসেজের দল নির্বাচনের সময় ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর ম্যাকালাম আরও বলেন, আমার মনে হয় না দল বাছতে কোনও সমস্যা হবে। খুব বড় দল হবেও না। আমাদের দলে সেট ব্যাটার ও ভাল ফাস্ট বোলার রয়েছে। তারসঙ্গে ফ্রন্টলাইন স্পিনার হিসাবে রয়েছে শোয়েব বশির। নটিংহ্যামে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়ার পর ইংল্যান্ড কোচ আরও বলেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে হ্যারি ব্রুক নেতা হিসাবে দ্রুত উঠে আসছে। সুতরাং আমাদের এটা দেখতে হবে। তাহলে কি পোপের বদলে ব্রুকই স্টোকসের ডেপুটি? সময়ই সেটা বলবে।

চাপ কাটিয়ে স্বস্তির জয় পেল শ্রীলঙ্কা

হংকং ১৪৯-৪ (২০ ওভার)
শ্রীলঙ্কা ১৫৩-৬ (১৮.৫ ওভার)

হাফ সেঞ্চুরির নিসঙ্কের।

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : সহজ ম্যাচ কঠিন করে জিতল শ্রীলঙ্কা। হংকংয়ের ১৪৯ রান তাড়া করতে নেমে সতর্ক শুরু করলেও মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় চাপে পড়ে গিয়েছিল গতবারের এশিয়া কাপ জয়ীরা। শেষ পর্যন্ত ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার ক্যামিওতে ৭ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় শ্রীলঙ্কা। ওপেনার পাথুম নিসঙ্কা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন। গ্রুপে টানা দুই ম্যাচ জিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরের পথে চারিথ আসালাঙ্কার দল। হারের হ্যাটট্রিক করে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেল হংকং। হংকং ব্যাটিং-বোলিংয়ে নজর কাড়লেও বোলিং ডোবাল। নিসঙ্কারই তিনটি ক্যাচ পড়েছে। কুশল মেন্ডিসের দুটি। পরপর চার উইকেট হারিয়ে যখন ধুঁকছে শ্রীলঙ্কা, তখন চাপ কাটিয়ে দেন হাসারাঙ্গা (৯ বলে ২০ অপরাজিত)।

দুবাইয়ের উইকেটে হংকং অবশ্য শুরুটা ভাল করেছিল। বড় স্কোরের আশা জাগিয়ে প্রথম চার ওভারে ৪০ রান তুলে ফেলে তারা। দুই ওপেনার জিশান আলি ও অংশুমান রথ লঙ্কা পেসার দুশ্মন্ত চামিরা, নুয়ান থুসারাদের স্বচ্ছন্দেই খেলছিলেন। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে পঞ্চম ওভারের শেষ বলে চামিরা ফিরিয়ে দেন জিশানকে। এরপর অংশুমান ও নিজাকাত খানের জুটিতে হংকংয়ের স্কোরবোর্ড সচল থাকে। তবে লঙ্কা বোলাররা হংকংকে বড় স্কোর করতে দেয়নি। চামিরার বলে অংশুমান (৪৬ বলে ৪৮) আউট হওয়ার পর নিজাকাতের (৩৮ বলে ৫২ অপরাজিত) লড়াকু ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে হংকং শেষ পর্যন্ত দেড়শোর কাছে পৌঁছয়।

মধ্যাঞ্চলের দলীপ জয়

বেঙ্গালুরু, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশামতোই দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল মধ্যাঞ্চল। ফাইনালে প্রতিপক্ষ দক্ষিণাঞ্চলকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে তারা। গতকাল দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস ৪২৬ রানে শেষ হওয়ার পর, শেষদিনে জেতার জন্য মাত্র ৬৫ রানের প্রয়োজন ছিল। ৪ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মধ্যাঞ্চল। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ১০ বছর পর দলীপ ট্রফি জিতল মধ্যাঞ্চল। শেষবার তারা ২০১৪-১৫ মরশুমে দলীপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেবারও ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল দক্ষিণাঞ্চল। দলের সাফল্যে দারুণ খুশি মধ্যাঞ্চল অধিনায়ক রজত পাতিদার। তিনি বলেছেন, সব অধিনায়কই ট্রফি জিততে চায়। আমার সতীর্থরা গোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে বলেই চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি। আমি খুব খুশি। প্রসঙ্গত, ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন মধ্যাঞ্চলের যশ রাঠোর। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন মধ্যাঞ্চলের স্পিনার সারাংশ জৈন।

ছাঁটাই হলেও স্ট্র্যাটেজি বদলাব না: আমোরিম

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ সেপ্টেম্বর : সময় যত গড়াচ্ছে, ততই চাপ বাড়ছে রুবেন আমোরিমের উপর। রবিবার রাতে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি হারের পর, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচের পদ থেকে আমোরিমকে ছেঁটে ফেলার জন্য জোর সওয়াল করেছেন ওয়েন রুনির মতো প্রাক্তন তারকা। কোণঠাসা আমোরিম অবশ্য সাফ জানাচ্ছেন, ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে তাঁকে বরখাস্ত করতেই পারে। কিন্তু নিজের ফুটবল দর্শন বা স্ট্র্যাটেজিতে কোনও বদল আনবেন না!

টানা ব্যর্থতায় কোণঠাসা আমোরিম।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে ০-৩ গোলে হারের পর প্রিমিয়ার লিগের ১৪তম স্থানে নেমে গিয়েছে ম্যান ইউ। ৪ ম্যাচে জয় মাত্র ১টি। একটি ড্র এবং দু'টি হার। ঝুলিতে সাকুল্যে ৪ পয়েন্ট। ম্যান ইউ কোচ অবশ্য ভাঙলেও মচকাচ্ছেন না। তিনি বলছেন, আমি নিজের ফুটবল দর্শন, স্ট্র্যাটেজিতে কোনও পরিবর্তন করব না। ক্লাব কর্তারা যদি সেটা চান, তাহলে ওঁদের নতুন কাউকে কোচ করতে হবে। আমি জানি, এই পরিস্থিতি ম্যান ইউয়ের মতো ক্লাবের জন্য আদর্শ নয়। কিন্তু গত কয়েক মাসে যা ঘটেছে, সেটা সবার ধারণার বাইরে।

আমোরিম আরও বলেছেন, আমি সমর্থকদের মানসিক অবস্থা অনুভব করতে পারছি। জানি ওঁরা হতাশ। আস্থা হারিয়েছেন। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমরা খুব খারাপ খেলছি, সেটা মানব না। আমার ফুটবলাররা মাঠে নেমে যথেষ্ট ভাল খেলছে। দুর্ভাগ্য সেটা রেজাল্টে ফুটে উঠছে না।

জুনেইদের দাপটে জিতল আমিরশাহি

আরও একটি উইকেট শিকার জুনেইদের।

আবু ধাবি, ১৫ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে জয়ের স্বাদ পেল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সোমবার আমিরশাহি ৪২ রানে হারিয়েছে ওমানকে। দু'টি দলই হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল। তবে পরপর দুটো ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল ওমান। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান তুলেছিল আমিরশাহি। জবাবে ১৮.৪ ওভারে ১৩০ রানেই গুটিয়ে যায় ওমান।

এদিন আমিরশাহির লড়াই করার মতো রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার আলিশান শারাফু এবং মুহাম্মদ ওয়াসিম। ওপেনিং জুটিতে ৬৬ বলে ৮৮ রান যোগ করেন দু'জনে। আলিশান ৩৮ বলে ৫১ রান করে আউট হন। অধিনায়ক ওয়াসিম ৫৪ বলে ৬৯ করে শেষ ওভারে আউট হন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মহম্মদ জোহেবের ২১ ও হর্ষিত কৌশিকের অপরাজিত ১৯ রান।

জেতার জন্য ১৭৩ রান তাড়া করতে নেমে, স্কোরবোর্ডে ২৩ রান তুলতে না তুলতেই ২ উইকেট খুইয়ে বসেছিল ওমান। দু'টি উইকেটই শিকার করেন আমিরশাহির পোসার জুনেইদ সিদ্দিকি। সেই ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি ওমান। জুনেইদ ২৩ রানে ৪ উইকেট দখল করেন। ২টি করে উইকেট পান হায়দর আলি ও মহম্মদ জাওয়াদুল্লাহ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লখনউয়ে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ‘এ’ দলের ম্যাচ শুরু হবে মঙ্গলবার। ভারতের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার

মাঠে ময়দানে

16 September, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

সামনে আহাল, এশীয় মঞ্চে প্রমাণ করার বার্তা মোলিনার

মোহনবাগান অনুশীলনে মধ্যমণি রবসন। সোমবার যুবভারতীতে। ছবি— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

গত বছর ইরানে যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণে তেহেরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে যায়নি মোহনবাগান। শাস্তি হিসেবে টুর্নামেন্ট থেকেই নিবাসিত হয়েছিল ক্লাব। এবার এশিয়ার মঞ্চে অন্যতম শক্তি হিসেবে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ জোসে মোলিনার দলের সামনে। ভারতীয় ফুটবলে নিজেদের আধিপত্য কায়েম রেখে আইএসএল এবং লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোলিনা-ব্রিগেড। গত কয়েক বছর ধরে দেশের ফুটবলে দাপট দেখিয়ে এবার মোহনবাগানের পাখির চোখ এশীয় মঞ্চ। মঙ্গলবার যুবভারতীতে ঘরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফকে-র বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান। ম্যাচ সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিটে। ম্যাচের আগের দিন যুবভারতীতে সাংবাদিক বৈঠকে অনিরুদ্ধ থাপাকে পাশে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান কোচ জানিয়ে দিলেন, এশীয় মঞ্চে এবার নিজেদের প্রমাণ করতে চাই।

তুর্কমেনিস্তানের আহাল দলটিতে কোনও বিদেশি নেই। ক্লাবের নীতিই হল, বিদেশি ফুটবলারে বিনিয়োগ না করে জাতীয় ফুটবলের উন্নতি। ঘরোয়া লিগে এখন দু’নম্বরে আছে আহাল। মোহনবাগান টিমে অবশ্য ছ’জন বিদেশি-র মধ্যে তিনজন বিশ্বকাপার। তবে কি মোহনবাগানই ম্যাচে ফেভারিট? মোলিনা বললেন, মাঠে দেখা যাবে! কিন্তু জেসন কামিন্সদের কোচ এশীয় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার সেরা সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না। মোলিনা বলছেন, আমরা ভারতের সেরা সব ট্রফি জিতেছি। দেশের সেরা দল আমরাই। এবার আমাদের প্রমাণ করার সুযোগ এশিয়াতেও অন্যতম সেরা শক্তি হয়ে ওঠার। ছেলেরা আত্মবিশ্বাসী। আমি চাই, এসিএল টু-এ ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা দিক। প্রথম ম্যাচের জন্য দল তৈরি। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।

মনবীর সিংকে চোটের কারণে পাওয়া যাবে না। তবে বিকল্প হিসেবে কিয়ান নাসিরিকেও তৈরি রাখছেন মোলিনা। পুরো ফিট নন শুভাশিস বসু। বাকিরা তৈরি। গত কয়েকদিনের অনুশীলনে স্পষ্ট, ব্রাজিলীয় রবসন রোবিনহোকে পরিবর্ত হিসেবে খেলাতে পারেন মোহনবাগান কোচ। প্রতিপক্ষকে সমীহ করে মোলিনা বললেন, আহাল শক্তিশালী দল। কঠিন ম্যাচ হবে। তবে আমার দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। ভাল খেলোয়াড় ছাড়া ভাল কোচ হয় না। মোহনবাগান দলে অনেক বিকল্প। তাই প্রথম একাদশ বাছতে সমস্যা হলেও সেটা মাথাব্যথা নয়। ডুরান্ড কাপের প্রায় এক মাস পর ম্যাচ খেলতে হলেও দলের প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট। কোচের পাশে বসে অনিরুদ্ধ থাপা বললেন, জাতীয় দলে আমার সতীর্থরা ভাল করেছে। আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি ওদের পারফরম্যান্সে।

মোহনবাগানের খেলার ভিডিও বিশ্লেষণ করে প্রস্তুতি নিয়েছে আহাল। গত বছর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আর্কদাগের হয়ে কলকাতায় খেলে যাওয়া এনোয়ার আনায়েভ ক্লাব বদলে এবার খেলবেন আহালের হয়ে। তিনিই কলকাতা নিয়ে নানা তথ্য দিচ্ছেন দলকে। কোচ এজিজ এনামুহামেদভ হুঙ্কারের সুরেই বললেন, মোহনবাগান শক্তিশালী দল। তবে আমাদের প্রস্তুতি সারা। আশা করি, সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়ে ফিরব। এদিকে, ম্যাচ-শেষে দর্শকদের বাড়ি ফেরার সুবিধার্থে অতিরিক্ত বাস ও মেট্রো চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেনিসের জন্য কিছু করতে চান সানিয়া

ক্রীড়া প্রশাসনে আগ্রহী নন

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : নতুন জাতীয় ক্রীড়া আইনে ভারতীয় স্পোর্টস ফেডারেশনগুলির ১৫ সদস্যের কার্যকরী কমিটিতে চারজন মহিলাকে রাখার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় টেনিসের কিংবদন্তি সানিয়া মির্জা মনে করেন, টেসিস ফেডারেশনে না থেকেও তরুণ প্রতিভা অন্বেষণ বা তাদের পরিচর্যা করা যায়। তাই ক্রীড়া প্রশাসনে আসার খুব একটা ইচ্ছা তাঁর নেই।

সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সানিয়া বলেছেন, আমি জানি না, ক্রীড়া প্রশাসনে ক্ষমতায় থাকলেই আমি ভারতীয় টেনিসকে সাহায্য করতে পারব কি না! যদি সেই পদে থেকে আমি অনেক বেশি খেলার উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করতে পারি, তাহলে আমি সেটা করতে পারি। কিন্তু আমার কি এটাই লক্ষ্য? উত্তর হচ্ছে ‘না’। এটা আমার লক্ষ্য নয়।

সানিয়া আরও বলেন, আমার লক্ষ্য, যত বেশি সম্ভব তরুণদের সাহায্য করা। বিশেষ করে ছোট ছোট মেয়েদের। কারণ, তাদের সামনে বেশি রোল মডেল নেই। তাই আমি চাই নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ওদের সাহায্য করতে। এটা করতে গিয়ে যদি আমাকে এআইটিএ-র সিস্টেমের মধ্যে আসতে হয় তাতে রাজি। কিন্তু প্রশাসনে আসাটা আমার প্রাথমিক লক্ষ্যও নয়।

ডেভিস কাপে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে ভারত। সুমিত নাগালদের পারফরম্যান্সে খুশি হয়েও সানিয়া বলছেন, ভারতীয় দলে এই খেলোয়াড়দের বয়স ২৮, ২৯, ৩০ বছর। এরা কেউ তরুণ নয়। শুনতে কঠিন মনে হলেও এটাই বাস্তব। তবু সুমিত পতাকা উঁচুতে রাখতে অবিশ্বাস্য কাজ করেছে। বিশেষ করে ডেভিস কাপে। দক্ষিণেশ্বর সুরেশকে নিয়ে আশাবাদী। তবে এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। ওকে কিছুটা সময় দিতে হবে।

লক্ষ্য-সিন্ধুর নতুন চ্যালেঞ্জ চিন ওপেন

শেনজেন, ১৫ সেপ্টেম্বর : সদ্যসমাপ্ত হংকং ওপেনে রানার্স আপ হয়েছিলেন। লক্ষ্য সেনের সামনে এবার নতুন চ্যালেঞ্জ চিন মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন। দীর্ঘ দু’বছর পর কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু হংকংয়ে শেষরক্ষা হয়নি। তবে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়েই চিন মাস্টার্সে খেলতে নামছেন ভারতীয় শাটলার। মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা এই টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে লক্ষ্যর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের টোমা জুনিয়র পোপভ।

লক্ষ্যর পাশাপাশি আরেক ভারতীয় শাটলার আয়ুষ শেঠিও চিন মাস্টার্সে অংশ নিচ্ছেন। হংকংয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে চমক দিয়েছিলেন আয়ুষ। তিনি প্রথম রাউন্ডে খেলবেন ষষ্ঠ বাছাই চিনা তাইপের চউ তিয়েন চেনের বিরুদ্ধে। হংকং ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নেওয়া পিভি সিন্ধুও এই টুর্নামেন্ট দিয়ে কোর্টে ফিরছেন। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী সিন্ধু অভিযান শুরু করবেন ডেনমার্কের জুলি জ্যাকবসনের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে।

পুরুষদের ডাবলসে ভারতের সেরা বাজি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। ভারতীয় জুটি হংকং ওপেনের ফাইনালে উঠেও ট্রফি জিততে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রথম রাউন্ডে সাত্ত্বিকদের প্রতিপক্ষ মালয়েশীয় জুটি জুনাইদি আরিফ ও রয় কিং ইয়াপ।

খেললেই হারবে পাকিস্তান

বললেন সৌরভ

প্রতিবেদন : ম্যাচের আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ভারতই জিতবে। রবিবার সেটাই হয়েছে। সূর্যকুমার যাদবেরা অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানকে। এবার সৌরভ বলে দিলেন, ভারতের বিরুদ্ধে এই পাকিস্তান দল যতবার খেলবে, ততবারই হারবে!

সোমবার শহরের এক অনুষ্ঠানে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বলতে গিয়ে সৌরভ বলেছেন, এই পাকিস্তান দল ওয়াসিম আক্রম বা জাভেদ মিয়াঁদাদের পাকিস্তান নয়। শক্তির বিচারে ভারত অনেক এগিয়ে। কালকের ম্যাচেও সেটাই প্রমাণ হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, এখন ভারত-পাকিস্তানের খেলা কোনও বড় ম্যাচ নয়। বাইরে থেকে হাইপ তোলা হয়। শেষ কয়েক বছরে ওরা আমাদের ক’টা ম্যাচে হারিয়েছে? প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আরও জানিয়েছেন, আমি তো ১৫ ওভারের পরেই টিভির চ্যানেল ঘুরিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি দেখা শুরু করেছিলাম। একটা সময় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের রমরমা ছিল। এখন তো ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ওদের বলে বলে হারাচ্ছে। একই অবস্থা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের।

হ্যান্ডশেক-বিতর্ক নিয়ে সৌরভের উত্তর, এই প্রশ্নের জবাব তো সূর্যকুমার গতকালই দিয়ে দিয়েছে। আমি ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সে একদমই অবাক হইনি।

দলবদল শেষ

প্রতিবেদন : সিএবিতে ২০২৫-২৬-এর ঘরোয়া দলবদল শেষ হল সোমবার। ১৩ দিনের এই দলবদলে মোট ২৪৯৮ জন ক্রিকেটার অংশ নিয়েছেন। শেষদিনে ১৫১ জন ক্রিকেটারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। প্রথম ডিভিশন ক্লাবগুলির মধ্যে রাজস্থান, আইবিএসি, সুবার্বান, কুমোরটুলি, ডালহৌসি, বড়িশা প্রমুখ ক্লাব শেষদিনে তাদের ক্রিকেটারদের নাম নথিভুক্ত করেছে। প্রথম ডিভিশনের মতো দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবগুলিতেও এদিন খেলোয়াড়দের নথিভুক্ত হয়েছে।

মাঠে ময়দানে

16 September, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইসিসির বিচারে অগাস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন মহম্মদ সিরাজ

পোশাকের জগতে আত্মপ্রকাশ করল সৌরভের ব্র্যান্ড সৌরাগ্য

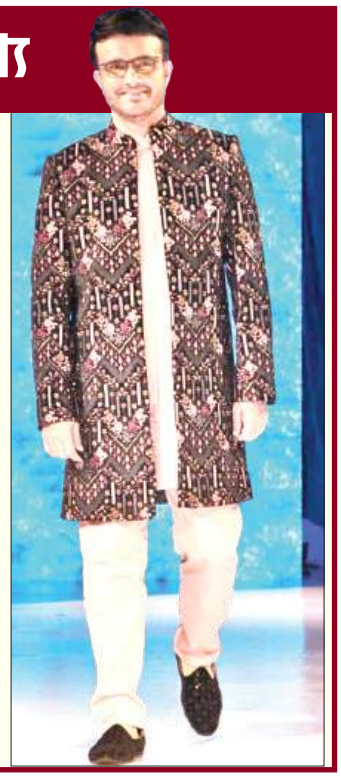

ফুঁসছে পাকিস্তান, না খেলার হুমকি!

কুলদীপ-অক্ষর জুটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্যাপ্টেন

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের রেজাল্ট ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে হ্যান্ডশেক বিতর্ক! আর এই নিয়ে মুখ খুলেছেন সূর্যকুমার যাদব। বললেন, কিছু কিছু বিষয় খেলোয়াড়ি মানসিকতা দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। কিছু স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে, যেখানে খেলোয়াড়ি মানসিকতা অচল। আমরা এখানে আসার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, শুধু খেলাতেই ফোকাস করব। আমরা ঠিক করেছিলাম সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকব। দুরন্ত জয়ের অন্যতম দুই কারিগর কুলদীপ যাদব

এবং অক্ষর প্যাটেল। কুলদীপ তিনটি এবং অক্ষর দু'টি উইকেট নিয়েছেন। সূর্য বলেন, মাঠে নামার সুযোগ পায়নি। কিন্তু নিজেকে আরও উন্নত করতে নেটে পরিশ্রম করেছে। ফিটনেস নিয়েও খেটেছে। তাই পরপর দুটো ম্যাচে সেরা ক্রিকেটারের সম্মান। ব্যাট হাতেও অক্ষর দলকে যথেষ্ট নির্ভরতা দেয়। এই টুর্নামেন্টে এখনও ব্যাট করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, সুযোগ পেলে হতাশ করবে না।

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : ছবিটা সবাই দেখেছেন। ছক্কায় ম্যাচ জিতিয়ে পার্টনার শিবম দুবেকে নিয়ে সোজা ড্রেসিংরুমে ফিরে গেলেন সূর্যকুমার যাদব। ফলে ম্যাচের শেষের চিরাচরিত হ্যান্ডশেক হয়নি।

আর এই অপমানই বুকের উপর আছড়ে পড়েছে পাকিস্তানের। পিসিবি ইতিমধ্যেই এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের কাছে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, ভারতীয় খেলোয়াড়দের এমন আচরণ স্পিরিট অফ স্পোর্টসম্যানশিপের পরিপন্থী। এরই প্রতিবাদে তারা পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে অধিনায়ক সলমন আঘাকে পাঠায়নি। পিসিবির সঙ্গেই গলা তুলতে শুরু করেছেন শোয়েব আখতার, রশিদ লতিফরাও।

ভারতীয় শিবির অবশ্য নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে। অধিনায়ক সূর্য খেলার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলেন, পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মেলানো হবে না এই সিদ্ধান্তে তারা সরকার ও বোর্ডের সঙ্গে সহমত। আমরা পহেলগাঁও জঙ্গি হানায় নিহতদের পরিবারের পাশে রয়েছি। আর এই জয়কে উৎসর্গ করছি আমাদের সাহসী সেনাদের। আশা করি এ-ভাবেই ওরা আমাদের প্রেরণা জোগাবেন। আমরাও মাঠে এভাবে ওদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করব।

খেলার শেষে ম্যাচের থেকেও বড় ইস্যু তৈরি করেছে পাকিস্তান। একে তো তারা ক্রিকেট মাঠে

এক মঞ্চেও নয়

ভারতের কাছে আবার পর্যুদস্ত হয়েছে, তার উপর সূর্যদের কাছ থেকে এই হাত না-মেলানোর অপমান। এমনকী ড্রেসিংরুমে ফিরে সূর্যরা দরজা পর্যন্ত ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই পাক কোচ মাইক হেসন ভিতরে ঢুকতে পারেননি। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট ও পাক ক্রিকেটাররা মাঠেই তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে পিসিবি আবার ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের অপসারণ চেয়েছে। তিনি নাকি টসের সময় অধিনায়কদের হাত মেলানো যাবে না বলেছিলেন। পাকিস্তানের পরের ম্যাচ আরব আমিরশাহির সঙ্গে আর সেই ম্যাচের দায়িত্বেও পাইক্রফটই। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান হুমকি দিয়েছে যে, তাঁকে সরানো না হলে তারা আরব ম্যাচে দলই নামাবে না!

পাক কোচ মিডিয়াকে বলেছেন, আমরা হাত মেলানোর অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু প্রতিপক্ষ সেটা না করায় হতাশ হয়েছি। আমরা দেখলাম ওরা সরাসরি ড্রেসিংরুমে চলে গেল! তাই ম্যাচ যেভাবে শেষ হল তাকে ভাল বলতে পারছি না। হেসন এরপরই ভারতীয় ড্রেসিংরুমের দিকে যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অতঃপর তাঁকে উত্তেজিতভাবে ম্যাচ রেফারির সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। অপ্রস্তুত হয়েছেন ব্রডকাস্টাররাও। যেহেতু পাক অধিনায়ক আঘা আসেননি, তাই পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন অসমাপ্ত থেকে যায়।

এজন্য প্রত্যাশিতভাবেই প্রতিবাদ এসেছে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের কাছ থেকে। শোয়েব গলা চড়িয়েছেন এই বলে যে, এটা ক্রিকেট ম্যাচ। এর সঙ্গে রাজনীতিকে মেশাবেন না। বরং সৌজন্য দেখান। লড়াই হয়, কিন্তু আপনারা ব্যাপারটাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে হ্যান্ডশেক করার সৌজন্য থেকে সরে যাবেন না। আরেক প্রাক্তন রশিদ লতিফ বলেছেন, এটা যদি পহেলগাঁও-কাণ্ডের জন্য হয় তাহলে লড়াই করুন কিন্তু ক্রিকেটে টেনে আনবেন না। লড়াই আগেও হয়েছিল। কিন্তু করমর্দন কখনও বন্ধ হয়নি।

৬৩টি ডট বল! তোপ আক্রমের

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এহেন আত্মসমর্পণ হজম করতে পারছেন না ওয়াসিম আক্রম। আরেক কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, এমন দুর্বল পাকিস্তান দল তিনি আগে কখনও দেখেননি! গাভাসকর বলেছেন, আমি সেই ১৯৬০ সাল থেকে পাকিস্তানের খেলা দেখছি। মনে পড়ছে, গ্রেট হানিফ মহম্মদের ব্যাটিং দেখার জন্য চার্চগেট স্টেশন থেকে ছুটতে ছুটতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আসতাম। তখন থেকেই আমি পাক ক্রিকেটকে গভীরভাবে ফলো করছি। প্রথমবার মনে হচ্ছে, এটা কোনও পাকিস্তান দল

নয়। কোনও এলেবেলে দল! এই পাকিস্তান আমার অচেনা। আক্রমের বক্তব্য, পাক ব্যাটাররা ৬৩টা ডট বল খেলেছে! তার মানে ১০ ওভারেরও বেশি! টি-২০ ক্রিকেটে এমন ব্যাটিং ভাবাই যায় না। ভারতীয় বোলারদেরও কৃতিত্ব দিতে হবে। কুলদীপকে তো পাকিস্তানের ব্যাটাররা বুঝতেই পারেনি! কিংবদন্তি পাক পেসার আরও বলেছেন, ম্যাচের আগে সানি ভাই আমাকে বলেছিলেন, স্পিনারদের হাত দেখেই বুঝতে হবে কী বল করতে চলেছে। সেটাই ঘটেছে। পাক ব্যাটাররা যেভাবে কুলদীপের প্রতি দ্বিতীয় বলে সুইপ মারার চেষ্টা করছিল, তাতে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে কুলদীপকে ওরা পড়তেই পারেনি!

সূর্যর পাশে একসুরে গম্ভীরও

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচটা যে তাঁদের কাছে ছিল প্রতিবাদের মঞ্চ, সেটা স্পষ্ট করলেন গৌতম গম্ভীর। বললেন, এর থেকে ভাল আর কী হতে পারত! বিপক্ষকে ১২৭ রানে আটকে রেখে হাসতে হাসতে রান তাড়া করে জিতেছি। গোটা ম্যাচে আমার ছেলেরা একটাও ভুল করেনি। ওদের কোচ হিসাবে আমি গর্বিত। দল হিসাবে পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হানায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। সেটাই করে দেখিয়েছি। অপারেশন সিঁদুরের জন্য ভারতীয় সেনাকে নিয়েও গর্বিত। পাকিস্তানের থেকে তাঁর দল এই মুহূর্তে মানের বিচারে কতটা এগিয়ে, এই তুলনায় অবশ্য যেতে চাননি সূর্যদের কোচ। গম্ভীরের বক্তব্য, আপনি আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা করতে পারেন না। আমি শুধু নিজের দলের কথাই বলতে পারি। আমাদের দল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। সেই ছবিটা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তবে দলের উপর আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে। আশা করি, ভবিষ্যতে এই দল আরও সাফল্য এনে দেবে। ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে সাদা বলের ফরম্যাটে সাফল্য পেলেও, লাল বলে গম্ভীরের রেকর্ড মোটেই ভাল নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, আমি ভাল দিন দেখেছি। আবার খারাপ দিনও দেখেছি। এটাই একজন কোচের জীবন। আসল কথা হল, আপনি নিজের কাজটা সততার সঙ্গে করছেন কি না। আমি সৎভাবে দায়িত্ব পালন করছি। আর এই সততাই ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।